কুলীন বৈদিককুল-কৌলীন্য কারল করবাল ভূতং

সম্বন্ধ সমাধি

নাটকম্।

কেনচিৎ সম্বন্ধ শত্রুণা প্রণীতম্।

সজ্জনমানসতোষবিধানং ন চ নবনাটককারকমানং।

যাচে কেবলমসুখনিদানং ত্যক্তুং বৈদিকরীতিবিতানং॥

CALCUTTA.

PRINTED AT THE B. P. M's PRESS.

1867.

Price 1 One Rupee মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

যতদূর পারা যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য। প্রচলিত কুপ্রথা সকল নির্ম্মূল করিতে না পারিলে শ্রীবৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বহুদিনের কুপদ্ধতি দূরীকরণ সহজ কর্ম্ম নহে ও একব্যক্তি হইতে আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু এক জাতির কিম্বা এক পল্লীর প্রবল কুপ্রথা নিবারণ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত দুঃসাহসিক ব্যাপার বোধ হইতেছে না। কুলীন বৈদিকদিগের সম্বন্ধ প্রথা ও বাল্য বিবাহ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার অনিষ্ট সমূহ সন্দর্শন করিয়াও কেহ ইহা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন না। নাটক লেখন ইদানীন্তন সময়ে কুপ্রথা পেষণের এক চমৎকার যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। আমি সেই যন্ত্রের সাহায্যে এই কুপ্রথা পেষণ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমি অম্লান বদনে স্বীকার করিতেছি যে এই নাটক-যন্ত্র সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হয় নাই এজন্য ইহাতে কুপ্রথা পেষণকার্য্য সম্যক্ রূপে সম্পন্ন হইবে কিনা সন্দেহ। সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সাধারণের মানস পরিতৃপ্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল এই কুপ্রথা কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, এই মাত্র চেষ্টা। মহাশয়গণ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই যন্ত্র দর্শনার্থে যদি একবার প্রবেশ করেন তবে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

সূত্রধর

আশুতোষ … … … একজন কুলীন বৈদিক সন্তান কন্যাকর্ত্তা

কাশীনাথ … … … আশুতোষের ভ্রাতা।

তর্করত্ন … … .. অধ্যাপক না টুলো না সভ্য।

বাচস্পতি .. … … টোলের অধ্যাপক।

কেদার .. … .. কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্র।

ন্যায়ভূষণ … .. … অধ্যাপক আশুর মামা।

হরিদাস .. .. .. চাকর।

পুরোহিত .. .. .. রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

ভুবন, বিপিন, রসিক প্রভৃতি ছাত্র।

জমীদার .. . . গ্রামের ভূস্বামী।

নগেন্দ্র . … কালেজের ছাত্র।

বরযাত্র

তারাপদ . .. … আশুতোষের সম্বন্ধে বেহাই বা বরকর্ত্তা

ম্যানেজার . .. .. জমীদারের।

যদুনাথ … .. … মৌলিক গাঁজাখোর।

উকীল, পেয়াদা, মুনসেফ, সেরেস্তাদার, পেস্কার, জজ প্রভৃতি।

নটী … … . সূত্রধরের স্ত্রী।

সৌদামিনী .. .. .. অল্পশিক্ষিতা প্রতিবাসিনী

মোহিনী বা মনোমোহিনী সুশিক্ষিতা ঐ

এলোকেশী … … আশুতোষের সম্বন্ধে স্ত্রী।

বিনোদিনী … … কামিনীর মাতা।

কামিনী … .. প্রতিবেশিনী শিক্ষিতা বালা।

নতুন বৌ .. বাচস্পতির স্ত্রী।

শ্যামা .. প্রতিবাসিনী স্ত্রী।

সম্বন্ধ-সমাধি

নাটক।

নান্দী।

একতালী।

দ্বিজকুলসেবিত-দূরবিসারিত-গাঢ়নিবেশিতমূলং।
হেতুং বাঞ্ছতি বৈদিক পদ্ধতিশালসমিলস্থুলং॥

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। আহা! কালের কি বিচিত্র গতি; কখন যে কি হয় তাহার স্থিরতা নাই; আজ অনেক গুলি ভদ্রলোক একত্রে হয়ে আমাকে আদেশ কচ্চেন, যে একখানি নূতন নাটকের অভিনয় কর, কিন্তু আমি ত নূতন নাটক খুঁজে পাইনে, বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণের প্রসাদে প্রায় সকল নাটকেরই অভিনয় হয়ে গেছে, এখন আবার নূতন কোথা পাই, গৃহিণীকে ডাকি দেখি, সে যদি কিছু মনে করে দিতে পারে (উচ্চৈঃস্বরে) গৃহিণী, ই ই ই

এসো এসো এসো প্রিয়ে ! প্রিয়ে হে নটিনী।
বিশেষ বিষয় কিছু জিজ্ঞাসি তোমায় ॥

নটীর প্রবেশ।

নটী। কেন নাথ ! ব্যস্ত হয়ে ডাকিছ আমায়।
কি কাজ করিতে হবে বলহ ত্বরায় ॥
করিয়া যাইব শীঘ্র আছে প্রয়োজন।
সকলে দাঁড়ায়ে আছে আমার কারণ ॥

সূত্র। আমার কথা থাক্, তুমি অত ব্যস্ত কেন? কোথা যাবে বল দেখি, বেলা অবসান হয়েছে, এমন সময় কোথা যাবে।

আপন আপন কর্ম্ম করি সমাধান।
বাটীতে আসিছে সবে হয়ে আগুয়ান।
এমন সময় তুমি যাইবে কোথায়।
কারণ বিশেষ তার বলহ আমায় ॥

নটী। নাথ। অন্য কোথা যাব না, মেয়েরা সকলে ভট্‌চাজ্জিদের মেয়ে দেখতে যাচ্চে, তাই আমাকে ডাকতে এসেছে।

সূত্র। কোন্ ভট্টাচার্য্যের মেয়ে?

নটী। এখন আর কিছু জানেন না, এই যে সে দিন আমাদের বাটী হতে ঐ সাদ খেয়ে গেল।

সূত্র। ও বটে বটে, ভট্টাচার্য্যের এক কন্যা হয়েছে; কবে হলো।

নটী। দিন ছয়েক হয়েছে, তাই দেখতে যাবো মনে কচ্ছেলুম।

সূত্র। শুনেছি ওদের না পেটে পেটে সম্বন্ধ হয়ে থাকে। তা আশুতোষের কন্যারও কি সম্বন্ধ হয়েছে?

নটী। তোমার মত ন্যাকা ত আর দুটী নাই, পেটে পেটে সম্বন্ধ কেমন করে হবে, মেয়ে হয় কি ছেলে হব, তার ঠিক কি?

সূত্র। কথায় বলে পেটে পেটে; সত্যি সত্যিই কি আর পেটে পেটে;—সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে থাকে. ওদের বিবাহের আর ভাবনা থাকে না।

ধন্যরে বৈদিক কুল, ধন্য তোর লীলা।
জানরে জিনেচো তুমি বল্লালের খেলা॥
এবার মরিয়া আমি বৈদিক হইব।
পেটে থেকে পড়ে অমি বিবাহ করিব॥
ধন্য কুল! ধন্য বলি তোর ক্ষমতায়।
বৈদিকেরা এড়ায়েছে বিবাহের দায়॥

(নেপথ্যে। ওগো, বাড়ী ত এসো না? বেলা গিয়েছে)।

নটী। নাথ। তবে যাই, মেয়েটী দেখে আসি।

সূত্র। আমিও চলিলাম।

(সকলের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক।

(মোড়লের বাটী। সৌদামিনী, মোহিনী, এলোকেশী প্রভৃতি মহিলাগণের প্রবেশ।)

মহিলাগণ। ওলো এলো! কি কচ্চিস্, বিরস বদন কেন। লোকের ছেলে হয় না মেয়ে হয় না, ত কি হয়ে থাকে?

এলো। আয় ভাই আয়; বলি মেয়ের জন্যে ভাবি না, পোড়া কুলের জন্য ভাবচি।

মোহিনী। কুলের জন্যে ভাবনা কি লো?

এলো। ভাই! এ কুলের এ কূল ও কূল দুকূল নাই; দেখ ভাই এই কল্যাণী হয়েছে, কোথায় সূতিকাগৃহের দ্রব্যাদির যোগাড় করবেন, না, মেয়ের সম্বন্ধের জন্য ভেবে ভেবে আর ঘুরে ঘুরে মচ্চেন। এক এক বার বলি না হয় কুল যাক, একে এই মন্বন্তর, আহার যোটেনা, তাহাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোরা; সে আমাদের পক্ষে খাটে না; যাদের অন্নসংস্থান আছে, তারাই নির্ভাবনায় ঘুরতে পারে, তিনি আজ দুদিন বেরিয়েছেন, ঘরে তণ্ডুলমাত্রও নাই; কি করি, আবার কাল আট কৌড়ে।

মোহিনী। হেঁরে ভেবে কি হবে, টাকা না দিতে পাল্লে সম্বন্ধ হবে না; জাত্ যাবে।

এলো। টাকা না দিলে পাছো জাত যাবে বুঝি?।

মোহিনী। সে কি, জাত যাবে কেন? নাহয় মৌলিক হবি, এপোড়া কুলের চেয়ে, মৌলিকেরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এদের কুলে আটা বড়।

এদের কুলের দশা কি কব অধিক ;
বলিতে বিদরে বুক ছি ছি ধিক ধিক ॥
ধিক ধিক ধিক সব বৈদিক আচার।
আচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেবল কদার ॥

সৌদা। তুই ভাই। অত চটা কেন?।

মোহিনী। ভাই। সাদে কি চটি ; তোমরা না কি জান না, তাই মনে কোচ্চো এ চটে কেন? আমরা ত চটিনে কাজে চটয়ে তোলে, দেখ ভাই বাল্য কাল না ঘুচতে ঘুচতেই একটা শিশুর গলকণ্ঠ করিয়া দেয়।

সৌদা। ভাই তাত আরো ভাল ; বের দায় চুকে রইলো।

মোহিনী। না ভাই ও চুকলো না ; চুকিয়ে রইলো। আমি দিব্যি করে বলতে পারি, এই পোড়া সম্বন্ধই যত অনর্থের গোড়া।

সৌদ। কি প্রকারে? ।

মোহিনী। ভাই! বিবেচনা করে দেখ দেখি, মনের অগোচর ত পাপ নাই, এই সম্বন্ধের জন্যই কোন্ ঘরে না কি হচ্চে।

সৌদা। আমরা ত জানি, বিবাহে ওমনে অনেক কন্যে।

মোহিনী। ভাই! একুলে সব উলটো, দেখ, ৮।৯ বচ্ছর বয়সে একটী বুদো ছেলের সঙ্গে বিবাহ হলো। পরে বার তের বচ্ছর না হতে হতেই (এ কুলে পড়েই) পরিণয় সুখটী একে বারে জলাঞ্জলি হয়। হে পরিণয়! বিধাতা তোমাকে অমৃতময় করিয়াও এ পক্ষে বিষ করে পাঠায়েছেন।

হায়! কেন পাঠাইলা বিধাতা তোমায়,
সুখের বিবাহ বিধি!—এ পাপ ধরায়।
অখিল মঙ্গলময় তুমি পরিণয়;
তোমায় পামর নর করে দুঃখময়।
সংসার মায়ায় দেখি সকলি কুরীত:
বিধির নিয়ম সব হয় বিপরীত।
পরিণয়!—সুধাময়—সুখের নিধান।
সংসার সৃষ্টির তুমি প্রকৃত নিদান।
তোমার পবিত্র নাম করি অবহেলা,
দিন দিন যুবগণ করে কত খেলা।
নব নব কুসুমেতে ভ্রমিয়া ভ্রমর,
একেতে আসক্ত কভু না হয় পামর।
সহজ সরলা কুলকামিনীর মন
কেমনে জানিবে হায়! যে জন এমন।
সকলি বিরূপ দেখ কে আছে আপন।
জানাইবে কারে আর মনের বেদন।
কোথায় রহিলে পিতঃ—তনয়া রতন
শৈশবে শিশুর করে করি বিসর্জন

নিশ্চিন্ত আছহ এরে—কি কাজ করিলে
না ভাবিলে ভাবি দশা, অভাগিনী বলে।
পতি ধন রমণীর জীবনের সার,
সে মণি মনের মত না হয় যাহার
কি আর জীবনে, তার বল এ সংসারে।
কেমনে এ কর্ম্ম বাপে করিতে বা পারে॥

সৌদা। দৈবাৎ এক আদটা অমন সর্ব্বনাই ঘটে।

মোহিনী। না ভাই দৈবাৎ নয়; এ পোড়া কুলে প্রায়ই ঐ রূপ ঘটে; স্ত্রীলোকেরা চির বিরহ সহ্য করে, তাতেই ঐ দোষটা বেশি হয়, তাহাতে বৈদিকদের কুলের বা মানের হানি হয় না।

কামিনী। এমন কুলে কাজ কি ভাই! এ অপেক্ষা এ কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে মৌলিক হওয়া ভাল।

এলো। মৌলিকেরা বড় হেঁজ।

মোহিনী। ভাই! তুমি এই কুলের নাড়ী নক্ষত্র জেনেও মৌলিকেদের নিন্দা কর; তাহারা মাতার ঠাকুর; হেঁজ কিসে?

এলো। তারা মেয়ে ব্যাচে, ওর মত ত পাপ আর নাই।

মোহিনী। তা কি ভাই সকলেই মেয়ে বেচে; কেউ কেউ ব্যাচে; তা কি তোমার কুলীনে করে না; এত দিন চোরা গোপ্তায় চল্‌তো এখন পাষ্টো চল্‌চে; পরশুদিন চাঙ্গড়ী পোতায় এক বড় কুলীনের বাটীতে কি হলো। এখন বরং মৌলিকেরা কম। অনেকে ছেড়ে দিচ্চে।

এলো। তাঁহারা ঠাকুর পূজো করে খায়।

মোহিনী। ব্রাহ্মণে ঠাকুর পূজো করবে তাতে কি ? মুচে কাওরা ঠাকুরপূজো করুরে ; তাতে কি তারা হেঁজ।

এলো। তুমি ভাই জানন ; কুলীনের কত মান্য, সেই পরমেশ্বরদত্ত মান্যটুকু কেন হারাবে।

মোহিনী। হা পাগলি ! কুলীন মৌলিক কি পরমেশ্বর করেচেন ; ঐ হতভাগারা আপনারাই কুলীন মৌলিকের সৃষ্টি করেচে, পরমেশ্বর দত্ত বস্তুতে কি পক্ষপাত থাকে। তিনি সকলেরি পক্ষে সমান ; তাঁর কাছে কুলীন মৌলিক নাই।

এলো। ভাই ! সে যা হোক, লোকেত মানে ; কোথায় গেলে, "এ কুলীনের মাগ এসেচে" বলেও ত মান রাখে।

মোহিনী। তুই কত দিন ঘর থেকে বেরুসনি রে ! সে কাল নেই আর; এখন কুলীনে কিছু হয় না। সোনা দানা না থাকলে আর কেহ মান্য করে না। এখন মান টাকায়; তুমি যত বড় কুলীন হও না কেন, তুমি আর এক জন ধনবানের স্ত্রী একত্রে একজন মৌলিকের বাটী গেলে, সে তোমার মো চেয়েও দেখবে না, কিন্তু সেই ধনবানের স্ত্রীকে কত আদর করবে তার সীমা নাই।

এলো। সে ভাই ! মিছে কথা নয়, এখন প্রায় ঐ রকম হয়েচে বটে।

মোহিনী। ও ভাই দেখলি ; কুল চুলোয় থাক ; লেখা-

পড়ারও তাদৃশ গৌরব নাই, কেবল ধনগৌরবই আদরের।

এলো। কেন ভাই বিদ্যার গৌরব নেই, এমন কথা বল্লে কেন? বিদ্যার গৌরব কি কখন গিয়ে থাকে?

মোহি। আর ভাই! বিদ্যার গৌরব রইল কৈ? ভাই জানিস্ নে ত, প্রায়ই ঐ রূপ হচ্চে; আমি শুনেছি নূতন জমিদারের বাটীতে পূজোর বিদায়ে অনেক মেকি চলে।

এলো। যা হোগেজ্ ভাই! দেশের কথা নিয়ে আমাদের আর কি হবে।

মোহি। সম্বন্ধটা এখন উট্‌লেই অনেক মঙ্গল। দেখ দেখি ভাই! সম্বন্ধে যে কত কষ্ট, যদি পোড়া সম্বন্ধ না থাক্‌তো, তবে কি এত দায়ে পড়তিস্।

এলো। আর ভাই কি করি, আমাদের ত সম্বন্ধ না কর্‌লিই আজি ভুমুল বাঁধ্‌বে; কিন্তু দেখ ভাই! কত কত বড় লোকে সম্বন্ধের নামমাত্র কর্‌লেনা, দ্বিতীয় সম্বন্ধ পর্য্যন্ত কর্‌লে, তাতে কোন কথা হলো না, যত আঁটা আঁটি আমাদের বেলাই।

মোহি। সে ভাই! মানুষের কেন? দেবতাদেরও ঐরূপ শুন্‌তে পাওয়া যায়। কোন পঞ্চানন না বলেছিলেন; "তোর বড় ছেলেকে বারণ করিস্ ত কর নেতুবা তোর ছোটছেলের ঘাড় ভাঙ্গ্‌বো"। তুই ত দেখ্‌চি কিছুই বুঝিস্‌নে।

এলো। ভাই! সে কালে কি সকলেই মুকখু ছিলেন, আমি জানি যে এখন অপেক্ষা সেকালে অনেক অধ্যাপক ছেলো।

মোহি। সে ভাই। অনেক কালের কথা কচ্চো, যখন বেদব্যাস, বাল্মীকির আবির্ভাব ছিল, কৈ তখন ত কুলীন মৌলিকের কথা শুনা যায় না।

এলো। তবে কোথা হতে হলো।

মোহি। যখন সংস্কৃত চর্চ্চা উঠে গেছলো তখনই যে যা মনে করেছে, সে তাই করেচে; যে কিছু লেখা পড়া শিখেচে সেই যা ইচ্ছে করেচে

এলো। তা হলে কি ভাই সকলে মানে, কই তুমি ত অনেক লেখা পড়া শিখেছো; কৈ তুমি একটা সৃষ্টি কর দেখি কেমন সকলে মানে।

মোহি। এখন কি ভাই। আর সে কাল আছে; এখন সকলের চক্ষু ফুটেছে, আর যাবিযুক্তি খাটবে কেন?

সৌদা। ভাই! আর কেন মিছে কথা বাড়াস যাবি ত চ, বেলা গিয়েছে।

মোহি। না ভাই যাই চ, এলোকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলুম; ও সম্বন্ধের জন্য এই কষ্ট পাচ্চে; নিজেও ভুগ্‌চে, তথাপি কুল রাখিবার চেষ্টা কচ্চে।

সৌদা। ও কি কুল রক্ষার চেষ্টা কচ্চে? আর করেই বা কি করবে।

মোহি। কি করবে কেন, স্বামী বাড়ী আসলেই হয়ত

তাকে গঞ্জনা দেবে, মেয়ে এত বড় হলো, তবু সম্বন্ধ হলো না, কি করবেন, একেসে উদরান্নের অন্য কাতর, তার উপর আবার গঞ্জনা, সে গৃহে থেকেও বোধ হয় সুখী হয় না। তার জন্যই বুঝছিলাম।

এলো। হাঁ ভাই ! আমি তাঁকে ঐ রূপ বলে থাকি। না বলেই বা কি করি, লোকে দশ কথা কয়, তাওত শুনতে পারিনে। কাজেই বলতে হয়।

মোহি। না ভাই ! অমন কথা আর বলো না, দেখ তাঁর দোষ কি? তিনি ত ঐ সম্বন্ধের জন্যে বিব্রত হয়ে বেড়াচ্ছেন, বাল্য কালে বিবাহ করে, শিশু মাতৃহীন হয়ে, লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে তোমাদের প্রতিপালন জন্য নিরন্তর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কি ইচ্ছে নয় তোমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখেন ; কি করবেন, কোথায় পাবেন ; যখন বাটীতে থাকবেন, তখন ভাই তুমি কোন কথা বলো না ; পতিশুশ্রূষা নারীর পরম ধর্ম্ম ; তাঁহাতে ক্ষণমাত্র অমনোযোগী হইয়া পরকালের নরক সঞ্চয় করো না যদি সম্বন্ধ করিয়া না উঠিতে পারেন ; তথাপি কিছু বিরক্ত হইও না, ভাল করে সেবা করো, কখন উচ্চ বাক্য বলিও না।

রাগিণী খাঁবোরা তাল ঠুংরি।

সুখের ভারত রাজ্য হলো ছার খার।
সম্বন্ধে করেচে বন্দ উন্নতির দ্বার॥

না হতে শৈশবাতীত, বিবাহ সূত্রে গ্রথিত,
না হলেই বা মনোমত নিজ পরিবার।
দম্পতিপ্রণয় সুখ, ইহাতে নয় অভিমুখ,
কেবল বিচ্ছেদ দুখ সহে অনিবার॥
বাল্যকালে করে বিয়ে, বিরক্ত সংসার লয়ে,
কত যে যন্ত্রণা সয়ে রাখে পরিবার॥

এলো। আচ্ছা ভাই; এবার অবধি তাই করবো।

মহিলাগণ। তাই করো, বেলা গেছে আমরা আসি তবে।

সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কাশীনাথের বাটী। আশুতোষের প্রবেশ।

আশু। দাদা কি ঘরে আছ।

নেপথ্যে। কে হাঁ।

আশু। আমি এসেছি, একবার বাহিরে আসুন।

কাশীনাথের প্রবেশ।

কাশী। কিরে আশু। কি মনে করে এলে। পাত্র স্থির হয়েছে কি।

আশু। মহাশয়! ঘুরতে ত বাকি রাখিনে। মঙ্গলপুর, বিষ্ণুপুর, জয়নগর, খাঁড়ি, ঘুঁটি, কাঁড়াল, গোকপুর পর্য্যন্ত সব খুঁজলাম কিন্তু পাত্রের ত অনুসন্ধান কর্ত্তে পাল্লেম না।

কাশী। এমন গণ্ডমূর্খ না হলে এমন দশাই বা হবে কেন। তুই গেলি পাত্র খুঁজতে; তুই কাঁড়াল গোকপুরে গেলি কি কর্ত্তে।

আশু। কেন, ঐ যে চাটুর্য্যে মশাই বাবুর সঙ্গে আবাদে যেতেন, তিনিত আবাদ অঞ্চল থেকে পাত্র এনে বে দিয়ে ছিলেন; আমি তাই জন্যেই গেছিলাম।

কাশী। হা মূর্খ। ওরা যে রাড়ী বামন।

আশু। তা হলেই বা, আমাদের রাড়ী বামন থাকতে পারে, আর বৈদিক থাকতে পারে না।

কাশী। এমন মূর্খ ত কখন দেখিনে! আগে পঞ্চগ্রাম ব্যতীত কি কখন বৈদিকের বাস শুনিছেন? রাড়ী বামনেরা রাঁধুনি হন, মোসাহেব হয়, তাহাতেই আমাদের বাবুদের সঙ্গে নানা স্থানে যেতে হয়; তাতেই কারো কারো বাস হয়ে যেতে পারে। বৈদিকের ত তা সম্ভব নয়।

আশু। কেন? এখন বৈদিকেও ওকর্ম অনেক হচ্ছে, তা নইলে রূপনগরে বৈদিকের বাস হলো কি করে?

কাশী। সে হয়ত কোন রাজা রাজড়ার পুরোহিত বা গুরুসম্পর্কে গিয়ে, বাস করে থাকবে।

আশু। মহাশয়, ওটী যেন আন্দাজের কথা হলো।

কাশী। ও সব চুলোয় যাক; কাজের কথা কি বল দেখি, সম্বন্ধের কি হবে।

সম্বন্ধ হইলে বংশ কলঙ্ক যাবে।
মৌলিক বলিয়া সবে অবজ্ঞা করিবে॥
যে মান পেতিস্ তুই মৌলিক নিকটে।
এখন ছাড়িতে তাহা হবে অকপটে॥
বৈদিকের মধ্যে গণ্য হবি নাকো আর।
বটুবৃত্তি, জীবিকায় পুষিবি সংসার॥
কুল চেয়ে ওরে মূর্খ! প্রাণ হানি ভাল।
জীবিত থাকিয়া মিছা সবি কত কাল॥

আশু । আমি আর কি কর্ব্বো, যত [illegible] ফুরলাম এখন কি করি বলুন।

কাশী । একবার দক্ষিণ [illegible] খুলে না, সে দিয়ে একটা না একটা পাত্র মিলতে পারে।

আশু । আমার আবার ঘরের সম্পূর্ণ কপ্রতুল, [illegible] কদিন বেরিয়েছিলাম, তাতেই যে কি হয়েছে, [illegible] স্থির নাই ।

কাশী । তুই কি এখনো বাড়ি যাস্‌নি।

আশু । আজ্ঞে না, আমি এই আস্‌ছি ; বাড়ীর খবর এখনও বলতে পারিনি।

কাশী । মেয়েটী কদ্দিনের হলো ?

আশু । আজ বুঝি দশ দিন।

কাশী । তবে সুতিকাপুজা ও আটকোড়ে হয়ে গেছে।

আশু । জানিনে, আমি ত বাড়ী ছিলাম না, সে কি করেচে, তাত বলতে পারিনে।

কাশী । তিনি মেয়ে মানুষ, বিশেষত সুতিকাগারে, তাহাতে বালিকা, তিনি করিবেন, কি । খরচ টরচ দিয়ে গিয়ে ছিলি ?

আশু । আজ্ঞে কোথায় পাব । একেবারেই মন্বন্তর, পেটের সংস্থান করা দায় হয়ে উঠেচে, যে দু একটা অলঙ্কার ছিল তা একবারে গিয়েচে, ভিক্ষার দশাতে উঠে গেচে।

উৎসর্গ।

বিবিধ মহত্ত্বাদি গুণগণালঙ্কৃত

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়

মহনীয় চরিতেষু

মহাশয়!

আমি মহাশয়ের অসামান্য স্বদেশহিতৈষিতা, মহানুভাবতা, বদান্যতা এবং রসবিশেষজ্ঞতা প্রভৃতি গুণাবলী বিলোকনে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া পরিতোষ প্রকাশ মানসে এই সম্বন্ধ সমাধি নাটক স্বরূপ কমল-মালা মহাশয়ের চরণকমলে উপহার প্রদান করিলাম। এই মালা কুলীন বৈদিক কুলের চিরকলঙ্ক-নিদান স্বরূপ নীল কমলে সংকলিত ও সেই কুপ্রথা নিবারণের উপায় সূত্রে গ্রথিত। অতি মলিন কর্দ্দম সদৃশ মেদিনীপতির কপাল সংলগ্ন হইলে কস্তুরিকার গৌরব ধারণ করে, অতএব কমল-মালা সুরভিযুক্ত না হইলেও এবং ইহার প্রসূন মাধুরী চমৎকারিণী না হইলেও মহাশয় শ্রীচরণে স্থানদান করিলেই পরম রমণীয় ও গৌরব-সৌরভ-সম্পন্ন হইতে পারিবে এবং আমারও শ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা
৪ আষাঢ়
১২৭৪ সাল।

ভবদীয় প্রসাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রী

উৎসর্গ।

বিবিধ সদ্গুণালঙ্কৃত

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

[illegible] চরিতেষু।

মহাশয়!

আমি [illegible] এবং [illegible] নাটক রূপ কমল-মালা [illegible] চরণকমলে উপহার প্রদান করিলাম। এই মালা [illegible] চিরকাল [illegible] সদৃশ [illegible] অতএব কমল-মালা সুগন্ধিযুক্ত না হইলেও এবং ইহার রূপ মাধুরী চমৎকারিণী না হইলেও মহাশয় শ্রীচরণে স্থানলাভ করিলেই পরম রমণীয় ও গৌরব-সৌরভ-সম্পন্ন হইতে পারিবে এবং আমারও শ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা
২৪এ আষাঢ়
১২৭৯ সাল।

ভবদীয় প্রসাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রী

(কেদারের প্রবেশ)

বাচ। ওহে কেদার কোথা গাচ্চ, আজ ত রবিবার নয়, বাটীতে কেন?

কেদার। মহাশয়! শারীরিক কিছু অসুখ হওয়াতে দিন কয়েকের ছুটি লইয়াছি।

বাচ। ওদিগে কোথায় গিয়াছিলে?

কেদার। আশুতোষের বাটী গিয়াছিলাম।

বাচ। তুমি আশুতোষের বাটী কি করে গিয়াছিলে?

কেদার। মহাশয়! কোন কার্য্যব্যপদেশে গিয়াছিলাম।

বাচ। কি কার্য্য, আমরা কি শুনতে পাইনে?

কেদার। না, এমন রহস্য নয়, ঐ আশুতোষের কন্যার সম্বন্ধের জন্য।

বাচ। তুমি কি কোথায় পাত্র স্থির করেচো তাই বল্‌তে গিয়েছিলে?

তর্ক। বলতে গিয়াছিলেন বটে, তা সম্বন্ধ কাল্‌তেই হোক, আর তুল্‌তেই হোক।

বাচ। সে কি হে বাপু! এঁরা কি সম্বন্ধ তুলিবার চেষ্টায় আছেন।

তর্ক। আজ্ঞে হাঁ: এঁরা সকলে একত্র হয়ে যাহাতে আমাদের কুল সম্বন্ধ রহিত হয়, তারির চেষ্টা কচ্চেন।

বাচ। কেন কেদার ত তেমন লোক নয়, ওটী বড় শিষ্ট ও শান্ত এবং নিরীহ স্বভাব।

কেদার। মহাশয়! সম্বন্ধ তোলা কি অশিষ্টের ও অশাস্ত্রের এবং দুষ্ট স্বভাবের কাজ।

বাচ। বাপু হে! তোমরা ত ছেলে মানুষ, তোমা-দের সঙ্গে কি আমাদের তর্ক খাটে; তোমরা ত কাল্‌কের ছেলে।

কেদার। মহাশয়! আমি ত আর বিচার কচ্চি না, মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কচ্চি।

বাচ। বাপু হে! যাহা আমাদের পুরুষানুক্রমে হয়ে আস্চে, সেটা তোমরা তুল্‌তে চাও, এ কি কথার মধ্যে।

কেদার। মহাশয়! যুক্তি সিদ্ধ হলে আপনাদের মত কেনই বা হবে না।

বাচ। শাস্ত্রের কাছে আবার যুক্তি কি? তাইতেই ত বলি, তোমাদের সঙ্গে কথা কহাই উচিত নয়।

কেদার। মহাশয়! আমরা এমন কি কুকর্ম্ম কোরেচি, যে কথারও অযোগ্য; সম্বন্ধ প্রথা যদি যুক্তিবহির্ভূত ও অশাস্ত্র-প্রতিপাদিত হয় তবে কেন আপনারা অসম্মত হবেন?।

বাচ। তোমরা এখন বিদ্বান্ হচ্চো; শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝচ্চো; তখনকার সকল লোকেই কি মূর্খ? কেহ কি আর তোমাদের মতন শাস্ত্র বুঝতে পাত্তো না?

কেদার। মহাশয়! আমি কি সে কথা বলচি, যে তখন শাস্ত্র কেহ বুঝতে পাত্তোনা; মধ্যে মুসলমান রাজত্ব সময়ে সংস্কৃত চর্চ্চার যৎপরোনাস্তি ব্যাঘাত হয়;

তাহাতেই যথার্থ শাস্ত্রীয় প্রথা পরিবর্তিত হয়। পরে যে কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছে, সেই নিজ মত স্থাপনের ও নাম চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত এক এক প্রকার প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে।

বাচ। এটী তুমি কোথায় পেলে, খৃষ্টানদের ভজাবার মত তোমরাও অনেক গুলি গত্ গাঁতিবা রেখেছ নাকি?

কেদার। আজ্ঞে আপনি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন না কেন? রঘুনন্দন ত অনেক কালের লোক নয়, রঘুনন্দনকে দেখেছে, এমন লোকও আজো জীবিত থাকতে পারেন।

বাচ। তা হলোই বা, তাতে ক্ষতি কি?

কেদার। তাই দেখে বিবেচনা করুন না কেন, যে রঘুনন্দন নিজ মত চালাইবার নিমিত্ত প্রাচীন মুনিপ্রণীত স্মৃতির কত বিপরীত করিয়াছেন, লোকে এক্ষণে যথার্থ শাস্ত্রের অনুগত না হইয়া রঘুনন্দন যা বলে গিয়েছেন, তাহাই শিরোধার্য্য করে; মুনিবাক্যে আর শ্রদ্ধা করেনা।

বাচ। মুনিবাক্যে শ্রদ্ধা করেনা, যে কারা, তোমরা; রঘুনন্দন কি তোমাদের কাছে অগ্রাহ্য হলো নাকি?

কেদার। মহাশয়! যদি ক্রুদ্ধ না হইয়া স্থির হইয়া বিবেচনা করেন, তবে রঘুনন্দনের বিদ্যার দৌড় বেরিয়ে পড়ে।

বাচ। ওহে বাপু! বলি কি হে? এ পাপিষ্ট নরা-

ধর্ম্মের মুখ দর্শন কর্ত্তে নাই: এরা ঘোর পাষণ্ড, বলে রঘুনন্দন আধুনিক, তার ব্যবস্থার ভুল, কি পাপ, কার মুখ দেখেই বা উঠেছিলাম, যে এই পাপিষ্ঠের মুখ-দর্শন কর্ত্তে হলো! রাধেকৃষ্ণ! মহাভারত!!

কেদার। মহাশয়! রাগত হন কেন, আমি বুঝিয়ে দিচ্চি, স্থির হয়ে বুঝুন।

বাচ। কি বোঝাবে বোঝাও দেখি, হা অদৃষ্ট! আমা-দিগকে জীবিত থেকে এ ও দেখতে ও শুনতে হলো, হা কপাল!!

কেদার। আপনারা যে সম্বন্ধ করেন, সে কোন্ শাস্ত্রা-নুসারে ও কি যুক্তি অনুসারে?

তর্ক। (স্বগত) এ যে ছাড়বার খদের নয়, শেষে মারটে না খেলে হয়। মন্দই বা কি বলে? (প্রকাশে) বাচস্পতি মহাশয়! ওর কথার একটা মীমাংসা করে দিন, চলুন ওঠা যাক।

বাচ। ওর আর মীমাংসা কি, ও কি একটা কথার মধ্যে, আচ্ছা মীমাংসা করচি।

তর্ক। তাই করুন না মশায়! তা হলেই ওর ধোঁতা মুক ভোঁতা হয়, আর ও কথা কইতে পারবে না।

বাচ। শোন হে বাপু! তোমার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর শোন; আমরা অশাস্ত্রীয় কাজ করি না। "জাতমাত্রেণ কন্যায়া বাগ্দানং কুললক্ষণং" কন্যার জন্মমাত্রেই বাগ্দান করিতে হইবে; তবে আমাদের কুলরক্ষা হইবে।

তর্ক। কেমন হে বাপু! তবে না কি শাস্ত্র নাই, শাস্ত্রত শুন্‌লে; আমরা কি অশাস্ত্রীয় কাজ করি, এখন ত আর সম্বন্ধ বন্ধের কথা কবে না?

কেদার। মহাশয়! দুটো সংস্কৃত কথা শুন্‌লাম বল্লেই কি সমুদায় চুকে গেল?

তর্ক। তোমার কি আপত্তি বল?

কেদার। আমার আপত্তি এই—ও বচনটী কাহার পক্ষে; কেবল বৈদিকের পক্ষে, কি মনুষ্যমাত্রের পক্ষে; মনুষ্য মাত্রের পক্ষে যদি হয়, তবে শাস্ত্রের অন্যথাচার হইয়াছে, সকলে ত তাহা করে না।

বাচ। না, কেন না, ও বচনটী কেবল বৈদিক কুল প্রকাশ পক্ষে।

কেদার। মহাশয়! বা পাশ্চাত্যের পক্ষে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আর একটী দেখাতে পারেন?

তর্ক। (স্বগত) মহাগোলযোগ হলো যে হাঁ, শাস্ত্রেতেই নিস্তার নাই, আবার ব্যাপার ব্যাপক। (প্রকাশে) বাচস্পতি মহাশয়! আবার কি বলে দে।

বাচ। (স্বগত) নিস্তো নড়বড়ে না, ইহাকে একটা স্তোক ত দিতে হবে; ওহে বাপু! তোমাদের ত নব্য স্মৃতি পাঠ হয় না; এ সব নব্য স্মৃতির ব্যবস্থা।

কেদার। মহাশয়! বুলি মুষ্টি প্রক্ষেপ কেন কল্লেন। এ ব্যবস্থা কোন্ নব্য স্মৃতিতে আছে, আর কোন্ মুনির বচন বলুন দেখি?

বাচ। আমি কি, তাই মুখস্থ করে রেখেচি ? দেখলে বলে দিতে পারি।

কেদার। মহাশয়! এই নিন্ স্মৃতি (বলিয়া হস্তস্থ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব বাচস্পতির হস্তে প্রদান)।

বাচ। বাপু! চসমা না-আনলে দেখ্‌তে পাইনি; সময়ানুসারে আমার কাছে যেও, আমি দেখায়ে দেবো।

তর্ক। (স্বগত) বাচস্পতি মশায় এই বারে পালাবার পথ দেখ্‌চেন, ও কিন্তু ছাড়বার পাত্রের নয়।

কেদার। মহাশয়! ওটী কি যুক্তিসঙ্গত; এবং মহাশয়ের বচনটী আমি শুনিচি; ওটী আধুনিক বচন, কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের বচন নয়।

বাচ। (স্বগত) তবে ও বচনটী কি আকাশ থেকে পড়্লো ?

কেদার। আমি শুনিচি, ওটী পণ্ডিতবর শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈদিক কুলজীর বচন; এখন সেইটি প্রমাণস্বরূপ মান্য করে কি কাজ কত্তে হবে ?

বাচ। তোমরা ত কিছুই মানবে না, তোমাদের ত কথা নাই, এটী আধুনিক ওটি মানিনি, তবে তোমার মনের মত বচন আমি কোথা পাব।

তর্ক। (স্বগত) বাচস্পতির আর বিদ্যে ফোরে না এখন কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা করে সারবেন, মনে করেচেন জানি ? ওরাও তাতে খুব চতুর, হঠাৎ চোকে ধুলো দিতে

পারবেন না, যাঁকার দর্পে যান, হবেই না কি? হয়েছিই তো (প্রকাশে) বাচস্পতি মশায়। আর মিছে বকেন কেন? চলুন যাই; ওরা নাস্তিক; ওদের সঙ্গে বেশী কথা কওয়াই দোষ। চলুন যাই।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

আশুতোষের বাটী কাশীনাথের প্রবেশ।

কাশী। ওরে আশু! কি করে এলি, অনেক দিন হতে চল্লো যে?

আশু। কি কর্বো, পাত্র না পেলে সম্বন্ধ করি কেমন করে?

কাশী। পাত্র কি ঘরে বসে পাবি, আবার শুনচি না কি তুই সম্বন্ধ কর্বিনি. অধঃপাতে যাওয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ এই গুলো।

আশু। মশায়! একে ত পাত্র পাওয়া যায় না. তা আমার না হয় শাপেবর হোক্‌।

কাশী। কেন ন্যায়ভূষণ না একটী পাত্রের কথা বল্‌ছিলেন। তা সেটী কি হলো।

আশু। সেখানে বে দিলে মেয়েটা খেতে পাবে না, চকের উপর তা দেখাও যাবে না, একে নিজে খেতে পায় নি, আবার ইচ্ছে করে মেয়েটারও ঐ দশা ঘটিয়ে দেবো।

কাশী। ওরে আহাম্মুক! আমাদের কুলীনে ওসব খুঁজতে নাই, তা হলে তোর বে হলো কেমন করে? তোর ত চাল চুলো কিছুই ছিলো না। বাচুপোত্‌ তোকে মেয়ে

দিলে কেমন করে ? মেয়ের কপালে সুখ থাকে, হবে, না থাকে কোথাতেও হবে না। কপালং কপালং কপালং মূলো ,, কপালই মূল।

আশু। তা বলে কি করি, আমি তা পাবরোনা, এতে এক্‌ঘোরেই হই, আর জাত্‌ই যাক্‌।

কাশী। ওরে আহাম্মুক। তা নয়: নিতান্ত যদি কর্‌বিনি, তবে এক পরামর্শ শোন্‌। যাতে দুদিক রজায় রবে।

আশু। দুদিগ কেমন করে রবে।

কাশী। আচ্ছা। আমি তার জবাব দেবো। তুই এক্‌ন তা কর্‌বি কি না বল্‌ দেখি।

আশু। যদি দুদিগ্‌ রয়, তবে হানি কি? কিন্তু এমন্‌ উপায় ত ভেবে পায়্‌নি:

কাশী। তুই দিন কত কোথায় গে থাকতে পারিস্‌। পরে ফিরে এসে বলিস্‌, যে সেওড়াপোলে সিদ্ধান্তদের বাড়ী জগৎরাম বিদ্যাবাগীশের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করে এয়েচি।

আশু। সে কি? এমন হবে কেমন করে! বে দেবার সময় ত জোচ্চুরি বেরয়ে পড়্‌বে।

কাশী। অরে আহাম্মুক! আমি যা বলি, তাই কর দেখি। তার কি আর উপায় নেই।

আশু। তার আবার উপায় কি?

কাশী। বছর দুতিন বাদে বল্লিই হলো, আহা! মেয়ে-

টার কি কপাল। এমন্ ঘরে সম্বন্ধ করেছিলুম, বেশ খেতে দেতে পেত্তো; দুখানা পত্তেও পাত্তো, তা সে ছেলেটা মরে গেছে, আমাদের কপাল কি না। ভাল হবে কেন।

আশু। (আশ্চর্য্য হইয়া) সম্বন্ধের ভেতরেও জুচ্চুরি, এমন করে কি কুল রয়ায় না রাখলিই নয় বুঝি ?

কাশী। তুইত বুঝিস্ নি; ওসব চাই; অমন কত শত করে দিচ্চি, তোর এই একটা নৈত নয়। কেউ কেউ সব মেয়ে গুলোকেই ঐ রকম করেচে। এখন ঐ কর্ গে আমি আর দাঁড়াতে পারিনে।

(প্রস্থান।)

আশু। (অবাক হইয়া) তোমাদের কুলের গায় নোস্কার (স্বগত) করি বি, নানা লোকে নানা কথা কচ্চে কিন্তু সম্বন্ধ না করাই ভাল, কাশীদাদা যা বল্লেন, তা কিছু মন্দ নয়। পরে যা হয় করা যাবে।

এলোকেশীর প্রবেশ।

এলো। হেঁ গো ভাল মেয়ে হয়েচে; মেয়ে সকলের হয়, কিন্তু এত গোল মাল ত কোথায় দেখিনি, যাহোক্ একন কি স্থির কল্লে বল দেখি।

আশু। ওরে! কাশীদা এই রকম বল্চেন, তা তুই কি বলিস্ ?

এলো। এতো আরো ভাল, তবে তাই করো, দুকুল থাক্‌বে, আমাকে দিন কতর মতন কিছু দিয়ে তুমি বিদেশে থাক, তাহলেই যদি সব চোকে ত, মন্দ কি ?

আশু। তবে তাই করি, ন্যায়ভূষণ মামার কাছে কিছু পাবো, তাই আনিগে, তোকে দিয়ে আমি বেরুই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ন্যায়ভূষণের বাটী। আশুতোষ উপস্থিত।

ন্যায়। ওরে! তোকে কদিন্ দেখ্‌তে পাইনি কেন?

আশু। আজ্ঞা।——আমি——

ন্যায়। আজ এমন সময় কি মনে করে এলি, কাজ-কর্ম্ম শিখ্‌ছিলি, কামাই করিস্ কেন, আর একটু শিক্‌লে (কম্পোজ) তখন আরো কিছু বেশী নেবো।

আশু। আমাদের কিছু খরচ দিন চলে না, আর দিন দুত্তিন আস্‌তে পার্ব্বোনা।

ন্যায়। আচ্ছা? (বাক্স খুলিয়া ৬টাকা প্রদান) এই নে?

আশু। আজ্ঞে, আর——

ন্যায়। আরো! আর ৪ টাকা তোর মেয়ের সম্বন্ধ করে এয়েচি, তাতে খরচ হয়ে গেচে।

আশু। আমি ত ওখানে সম্বন্ধ কত্তে চাইনি. মেয়েটা খেতে পাবে না, তোকে দেখ্‌বে কেমন করে। আমি ওখানে বে দেবোনা।

ন্যায়। অরে মূর্খ! মেয়ের অদেষ্টে যদি ভাল থাকে ত ওখান থেকেই সুখী হবে, এখন যা।

(প্রস্থান)

আশু বাটীতে উপস্থিত।

আশু। ওরে! শুনিচিস্ মামা সেখেনেই মেয়ে-টার সম্বন্ধ করে এয়েচেন।

এলোকেশীর প্রবেশ।

এলো। তা করুন্, কিন্তু বে দেওয়া হবেনা, না খেতে পেয়ে মর্‌বে, আমার অমন কুলে কাজনি—

রাগিনী—সুরটমল্লার—তাল ঠেকা।

না খাইয়া প্রাণ গেলে কুলে কি করিবে বল।
কন্যার সম্বন্ধ শুনে মন উচাটন হলো॥
কি আছে বিধির মনে, জানিব তাহা কেমনে,
এ কুরীতি কত দিনে উঠিয়া যাইবে বল॥

আশু। মামা ত করে ফেলেচেন, এখন আর আপনা আপনি বকে মলে কি হবে, বে দেবোনা স্থির রইলো।

এলো। তখন কি আর এ কথা মনে থাকবে? লাভে হতে আমার মেয়েটার পরকাল গেলো। মামার কি? তাকে ত আর ভুগতে হবেনা, এখন যাই সংসারে ত আর কেউ নাই, যে কাজ কর্ম্ম করবে।

(প্রস্থান)।

রাস্তার উপর।

মনোমোহিনী ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

মনো। ও সোদো! তোর যে এত বেলা. এখন নায়্‌তে যাচ্চিস্, ওদের বাড়ীর পুরুষে দেখ্‌তে যাবিনি?

সৌদা। হ্যাঁ দিদি যাবো বৈ কি. কামিনীর পুরুষে দেখ্‌তে যাবোনা. আহ্লাদের বিষয়।

মনো। ও ভাই! আমাদের কুলে ও আহ্লাদের বিষয় নয়, ও এক রকম দুঃখের বিষয়।

সৌদা। দুঃখের বিষয় কেন দিদি।

মনো। এদ্দিন ছেলে মানুষ ছিলো, কোন ভাবনা চিন্তে ছেলোনা. একমুঠো খেতে পেলেই হতো। এখন অনেক ভাবনা চিন্তেয় পলো।

সৌদা। একটু দাঁড়া ভাই! নেয়ে নিই, একত্তরে যাবো।

মনো। চ ভাই! যাই. দেখিগে, বরটী কত বড় কেমন চালাক। কামিনীর উপযুক্ত কি না?

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনো। আয় তোরা আয়, এত বেলা করে কি আস্‌তে হয়, আমার একে করবা ধরবার লোক জোন নেই। বেলা হলো, অ্যাকে ছেলে মানুষ জামাই।

মনো। এই এসেচি কি কর্ত্তে হবে বল, আমরা সব

করে দিচ্চি (প্রস্তুত করিয়া) এই নেও, সব হয়েচে, এখন পুরুত ও জামাইকে ডেকে দিলিই হয়।

বিনো। হরে! পুরুতকে ডাক্ দেখি।

হরিদাসের প্রবেশ।

হরি। কেন গা মা ঠাকুরোণ্, মোগার বাড়ীতে কি ছরাদ্দ হবে।

বিনো। দূর দূর, শুভ কর্ম্মে অমন কথা বল্‌তে নেই।

হরি। কি সুভ কর্ম্ম গা, এতে পেত্‌ত্তা ভরে খাতি পাবোভো?

বিনো। হ্যাঁরে হ্যাঁ খুব খেতে পাবি একন, ডাক দেখি শীগ্গির।

হরি। আজ্ঞে যাই (কিঞ্চিৎ গিয়া) ও পুরুতঠাকুর! ঘরে আছ গা (স্বগত) বামনেদ্দের খুব মজা, যেখানে যায়, খুব পেত্তা ভরে খায়, আবার পয়সা কাপড় পায়, মোগার কপালে কেবল্ল খাট্‌নি, খাট্টি খাট্টি মরে গেলেও কেউ বলেনা যে। খেসে।

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। কিরে হরে! কেন ডাক্‌চিস।

হরি। মাঠাক্‌রোন ডাক্‌চে বলে, তাই ডাক্চি।

পুরো। আচ্ছা! একটু দাড়া, খেয়ে নিই।

হরি। হা বোকা বামুন, খেয়ে নিবি, তা যাবি কি কত্তে। সেখানে খুব যোগাড় আছে।

পুরো। ত তবে যাই (গিয়া) কৈ গিন্নি ঠাকুরুণ্ আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন কেন?

বিনো। তোমরা ত আর খোঁজ খপর রাখোনা এখন রাখবেই বা কেন, চাকুরি আছে, যজমানে ত আর কিছু হয়না, বরং এতে থাকতে গেলেই সন্ধ্যা আহ্নিক্ কত্তে হয়। পেঁয়াজ রোসোন মদ মাংস ও গোবর ত খাবার যো নেই।

পুরো। যাহোক্ একন কি বল।

বিনো। আজ্ কামিনীর পুনব্বে, তাতেই ডেকে পাঠিয়েছি।

পুরো। বেশ বেশ, সব উজ্জুগ হয়েচে, এদিগে নে এসো।

কন্যার প্রবেশ।

পুরো। (কন্যাকে আনিতে দেখিয়া স্বগত) আ! ছুঁড়িত দেখ্‌তে মন্দ নয়! মেয়ের বাড় কিনা? কলাগাছের মত; দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে উটলো, সে কালের মত যদি গুরুপ্রসাদি চল্‌তি থাক্‌তো (প্রকাশে) এসো গো কামিনী! এদিগে এসো (হস্ত ধরিয়া স্বগত) আ! গুরু পুরুত হওয়া এক রকম মন্দ নয় (প্রকাশে) বসো মন্ত্র বলো।

মলো। হ্যাঁ গো পুরুত ঠাকুর, জামাইকে আনতে হবে না, ও কি একা মন্ত্র বল্‌বে।

পুরো। বৈদিকের মেয়ে, জামাই না ডাক্‌লে ও হয়।

মনো। জামাই না এলে, দ্বিতীয় বে হবে কেমন ক'রে।

পুরো। কেন জামাই না এলে ওদ্দের ছেলে হতে পাল্লে, তায় দোষ হলো না; আর আমাদের জামাই না এলে দ্বিতীয় যে পর্য্যন্ত হতে পারেনা। আর বাছা! তোমাদের জেতের জামাইয়ের দরকাব বড় নেই। তবে যদি নিতান্তই ডাক্‌বে, তবে বরের বাপকে ডেকে আনো?

মনো। বরের বাপ এসে কি কর্ব্বে?

বিনো। মুনি! তুই পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে কি বক্‌-চিস, একন শাঁক বাজা, জামাই এয়েচে।

পুরো। (মন্ত্র পড়ার পরে) ও গো মোহিনী! একটা আংটি দেও। নাইকুণ্ডু হতেআংটি ফেল্‌তে হয়।

মনো। আমার এই আংটিটী নেও।

পুরো। আর একটা খড়া টড়া নে এসো।

মনো। খড়া কেন গো?

পুরো। ঐ আংটি ফেলতে হবে।

সৌদা। আংটী ফেলতে খড়া কেন?

পুরো। বলি বরটি তারির উপরে দাঁড়ায়ে কন্যার নাই হতে আংটি ফেলে দেবে, নইলেত নাগাল পাবেনা।

মনো। এই নেও খড়া।

পুরো। (বরকে তদুপরি দাঁড় করাইয়া; নাই না পেয়ে) ও গো মোহিনী! এ খড়াতেও হবেনা, সিঁড়ি আনতে হবে। না হয় বরের বাপকে ডেকে আন।

সৌদা। ও পুরুত ঠাকুর! একন সিঁড়ি আস্তে যায়, কে? তুমি হেঁট হও; তোমার ঘাড়ের উপরেই চড়য়ে দেওয়া যাক্।

পুরো। জামাই দেওয়া তোমাদেরই সাজে।

মনো। না ভাই! এ ঠাট্টার কতা নয়, পুরুত ঠাকুর যা বল্‌চেন তা বড় মিচে কতা নয়—

বৈদিকের মেয়ে হলে নাহি থাকে জ্ঞান।
বয়সের দিকে তারা না করে সন্ধান॥
কন্যার যৌবনে বর উলঙ্গ বেড়ায়।
কেননা বৈদিক-নারী সতীত্ব হারায়॥
আপন রমণী দেখি যেই পায় ভয়।
হইলে রমণ তার জনম ত নয়॥

সৌদা। ও দিদি! তুমি অত নিন্দে কচ্চো কেন; এক সময় কৌলিক যাবার তলে পড়েছে: আজ্ অমুক্ বেটে টাকা নিলে; কাল অমুক পাত্র ভাল নয় বলে অন্যথা কল্লে; এই রকমেই সম্বন্ধের শেষ হচ্চে।

মনো। কৈ ভাই! শেষ হয় কৈ? বরং দলাদলি বাদ্‌বার যো হচ্চে।

পুরো। কি গো, তোমরা কি আশুর কথা কচ্চো; সে বোধ হয়, অন্যথা কত্তে পার্ব্বেনা, অনেকে পেচু লেগেছে। সকলের কথা না শুনে যদি করে, তবে শেষে ঠেক্‌তে হবে।

মনো। ঠেকুবে কি ; একঘরে হবে ? হলোই বা, সেও ভাল। ও সোদো! চ যাই, ঐ কে আস্চে।

(প্রস্থান)।

আশুতোষের প্রবেশ।

আশু : ও পুরুতঠাকুর! একবার এদিগে আসুন, একটা কথা বলি।

পুরো। কি বল দেখি ?

আশু। মশায়! আমি ত সম্বন্ধ করিনি, বেও দেবোনা। আপনি কি বল্লেন. আমি পাত্র স্থির ও দিনস্থির করে এয়েচি, প্রকাশ হলে অনেক ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা ; তাই টিপি টিপি আপনাকে কেবল বলে রাখচি।

পুরো। আমি প্রকাশ কর্বোনা, কিন্তু সকলের অমতে ও কাজটা করা ভাল হলো না।

আশু। মশায়! ও পাত্রে মেয়ে দিই কেমন করে বলুন দেখি ?

পুরো। তোমাদের "চোরে কামারে দেখা নেই সিঁদ-কাটী গড়া হলো" সম্বন্ধ ত চুকে গেল ; সের বেলাই গোল-মাল।

আশু। কেন আমি ত সম্বন্ধ করিনি, বেও দেবো না। এত আর রাড়ি বামনের মেয়ের বে দেওয়া নয়, যে বে একবার দিতে পাল্লিই হলো, তা ছোটই হোক্ আর অন্তর্জলের মড়াই হোক্ ; একবার সংস্কার টা সেরে নিতে পাল্যেই হলো।

পুরো। সে যে হয় পাল্‌টী ঘর যাদের না পাওয়া যায়। তাদের কখন কখন ঐ রকম ঘটে।

আশু। আমাদের ত আর তা হবে না, নিজে গরীব পুষ্‌তে পার্ব্বোনা, সে বে দিয়ে বাড়ীতে রেখে দেবো।

পুরো। বাপু! তাতেই ভয় পাচ্চো। অমন কত গরীব কুলীন বাড়ী বামনে দুটো দশটা মেয়ে পুষ্‌চে, তুমি একটাতেই ভয় পেয়েচো।

আশু। তারা কি আর মেয়ে পোষে; মেয়েরা তাদের পোষে।

পুরো। রাধে মাধব! তুমি মুখে যা আস্‌চে তাই বল্‌চো: ওমন অনুসন্ধান কল্লে গেলে সংসার চলে না, তোমাদের বৈদিকে কি কোন দোষ নেই।

আশু। মশায়! বাড়া বাড়িই অবশ্যক কি? আমাদের যা আছে, সে কেবল এই সম্বন্ধ জন্যেই; এই পোড়া সম্বন্ধ উঠে গেলেই সব দোষ যায়—কত পাপে যে কুলীন বৈদিকের ঘরে জন্ম হয় তা বলতে পারিনে—

কত পাপ করে ছিনু হায় রে কপাল!
নতুবা ঘটিবে কেন এমন জঞ্জাল॥
জনম বৈদিক কুলে—কুলের অধম।
তাহাতে কুলীন কুল অত্যন্ত বিষম॥
জনম দিবস হৈতে সম্বন্ধ ঘটন।
দশমে দিলেন পিতা বিবাহ বন্ধন।
শৈশবে বিবাহ পাশে আবদ্ধ হইয়া,

নারিনু করিতে কিছু সংসারে আসিয়া ॥
জঠর চিন্তায় গেল রজনী বাসর।
না পাইনু বিদ্যালাভে বিন্দু অবসর ॥
গৃহস্থ আশ্রম সব আশ্রমের সার।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি দুয়ার তাহার ॥
শৈশবে প্রবেশি সেই গৃহস্থ আশ্রম।
যাতনায় অভাগার গেল এ জনম।
সন্তান হইলে বলে সুখী হয় জন।
না করিনু কভু হেন সুখ আস্বাদন ॥
সন্তানে যদ্যপি দেয় এরূপ যাতনা!
কেন তবে করে লোক সন্তান কামনা ॥
অভাগার ভাগ্য দোষ কেমনে না বলি।
বৈদিকে কোথায় সুখ, অসুখ সকলি ॥
জঘন্য বৈদিক রীতি! জঘন্য আচার!
করিতেছ ছার খার বৈদিক সংসার।
তুমি না ছাড়িলে সুখী হবেনা বৈদিক।
এখন আছহ দেশে, তোরে ধিক্ ধিক্ ॥

পুরুত ঠাকুর! যা বল্লাম, তা যেন আর তিন কানে যায় না; গোপনে বিবাহের উদ্‌যোগ কত্তে হবে, মিছে গোল যোগের আবশ্যক নেই। এখন আপনি যাউন, আমিও দেখি গে কি হলো।

(প্রস্থান।)

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

বিবাহ বাটী, প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

মনো। ওলো সোদো! দেখ এ মেয়েটার কপাল ভাল বলতে হবে, দিব্বি পাত্রটী হয়েচে। ঐ সম্বন্ধ্যে বয়ে দে দিলে ওর দুঃখের সীমা থাক্‌তো না।

সৌদা। ভাই কপালের কথা; ওর যে অমন পাত্র যুটবে, একি কেউ কখন স্বপ্নেও ভেবেছেলো; ঐ গুড়িতম ছেলেয় হাতে পড়ে চিরকালটা পুড়তে হতো।

মনো। এখন ত বেঁচেচে বটে, কিন্তু ও একা বাঁচ্‌লো; এ পোড়া সম্বন্ধ যদি থাকে, ত অমন কত শত মেয়ে কষ্ট ভোগ কর্ব্বে বল দেখি, তা একটির অদৃষ্টের অমন ভাল হলেই কি?

সৌদা। তবু ত এমনি করে দুদশটী হলে ক্রমে সম্বন্ধের মুল শিথিল হয়ে পড়ে।

মনো। ভাই! আমাদের দেশের বৈদিকগুলো কি মনুষ্যাকার পশু? কেবল আহার করে মাত্র; দেখে শুনে এই প্রথার পদতলে রয়েচে কেমন করে।

সৌদা। ওরা মনে করে, স্ত্রীলোকেরা মানুষের মধ্যে

নয় তাদের যা করান যাবে, তারা তাই কর্ব্বে; তাদ্দের আবার ইচ্ছে কি ?

মনো। কেন তারা কি মানুষ নয়, না ইন্দ্রিয় সুখা-স্বাদ পুরুষের সঙ্গে ভিন্ন ?

সৌদা। সে ভাই কতবড় লোকে বোঝে; ওরা বোঝে দিতে পাল্লেই হলো, তা কুলটাই হোক্ আর কষ্টে প্রাণই যাক্, তা আর কেউ ভেবে দেখে না।

মনো। তবে এখন অনেক বিদ্বান্ হচ্চে; বোধ হয় আর কুসংস্কার বাসা পাবে না।

সৌদা। ও বিদ্বানের কপালে আগুন দিদি! যারা মনের দমন কত্তে পারে না, তাদ্দের আবার বিদ্যে কি।

মনো। তুই ভাই! অত চট্‌চিস্ কেন? বসে বসে মজা দেখ্ না?

সৌদা। দেখ ভাই! ঐ সে দিন একটী মেয়ে অ-ন্যথা কল্লে, তাই বলে ঐ পোড়ারমুকোরা বলে উট্‌লো যে ও নাস্তিক, মেয়েটা বেচেচে নইলে অন্যথা কল্লে কেন? পাত্র থাক্‌তে কি কেউ অন্যথা করে?

মনো। আবার কবে কার মেয়ে অন্যথা হলো রে, তার পর তার কি হয়েচে?

সৌদা। তাতে কিছু হয়নি; বলি একবার পোড়ারমু-কোরা যদি সে দিগে চেয়ে দেখে, তবে আর মেয়ে গুলোকে কষ্টভোগ করতে হয় না, নানা দোষেও দূষী হতে হয় না।

মনো। বেস্তে আবার দোষ কি ?

সৌদা। দোষ কি জানিস্ নে, প্রায় একপুরুষে করে তফাত পড়ে।

মনো। ভাই! তোর ওকথা ভাল বুঝতে পাল্লেম না।

সৌদা। বলি। দেখনা ভাই! ঐ যে মেয়েটা অন্যথা কল্লে, ওটার যদি ভাস্করের সঙ্গে বে হতো, তবে কি হতো বল দেখি ?

মনো। কেন ?

সৌদা। তার ছেলে হলো, কিন্তু ভাস্করের আজো পৈতে হলো না এবং ওকে কোলে করে তুলে ভাত খাওয়ালে ভাল হয়।

মনো। তবে ওদের দুটীকে একত্র কল্লে বাপঝিয়ের মতন না দেখ্যে ঠিক ভাই বোনের মতন দেখতে হয়।

সৌদা। যে গুলো হয়, তাত ভাই বোনই সত্যি।

মনো। তুই বোন কেবল গালাগালি কত্তে আরম্ভ কল্লি, তবে তোরও ত ঐ দোষ আছে।

সৌদা। বোন! আমি কি কুলীন, মনে করেচিস্ বুঝি, আমি ভাই! অন্যপূর্ব্বা।

মনো। তুই তবে ত বেশ আছিস্, তোর কোন দুখখু নেই।

সৌদা। আমার ভাই যে দুখখু; তা শুন্‌লে হৃদয় ফেটে যায়।

মনো। কেন, তুইত আর কুলীনের ঘরে পড়িসনে ?

সৌদা। আমার যে তার চেয়েও অধম, কুলীনেরা ত দেখা পায়, আমি তাও পাইনে।

মনো। কেন সেকি বারমুকো নাকি ?

সৌদা। হাঁগো দিদি! তাইতেই কপাল পুড়েচে।

মনো। সে-যে ভাই! সকলের ঢেঁকা; ভাল আছে খেতে দেয় না, আর ভাল পায় না, ঢের তফাত।

সৌদা। কি করবো. চারা ত কিছু নেই, কাযে কাযেই কষ্ট সই।

মনো। তোর কষ্টের কথা শুনে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্চে, তুই ভাই! অতি ভালমানুষ, তোর কপালটী এমনি পুড়েচে, যে ভস্ম পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ।

সৌদা। আমার ভাই! যাহোক, তায় ভাবিনি, আমাদের সকলের দুর্দ্দশার শেষ হলেও অনেক সুখী হই।

মনো। ভাই সবুর করনা; “সবুরে মেওয়া ফলে” একরকম যোগাড় ত হচ্চে, এই বেটি বলে তারা নালীশ করে টাকা নেবো বলছিলো। নালীশ কল্যে এখন একটা যা হয় হয়ে যাবে।

সৌদা। একটা যা হয় হলে হবে কেন ?

মনো। বুঝিসনে? ও দুদিগেই লাভ। এবার রামে মারুক আর রাবণে মারুক, এক জনের হাতে মত্তে হবে।

সৌদা। কেমন করে দিদি ?

মনো। মকদ্দমা যদি ডিসমিস হয়, তবেত কথাই নেই, সম্বন্ধ ত উঠ্‌লোই; আর যদি ডিক্রীও হয়। তথাপি

সম্বন্ধ করবার সময়, ঘর বর ভাল করে দেখবে এবং একটা লেখা পড়ার সৃষ্টি কর্ব্বে।

সৌদা। হ্যাঁ ভাই! সম্বন্ধ কত্তেও তবে ষ্টাম্প লাগবে! রেজিষ্টরি কত্তে হবে না কি?

মনো। একটা লিপি মাত্র হবে, তাতে কি আর রেজিষ্টরি কর্বে, না সাক্ষী দেওয়াবে; তা কিছুই নয়। আর ওকথায় কায্ নাই, চল বে হচ্চে দেখিগে।

(প্রস্থান।)

পাঠশালা। গুরু উপস্থিত।

গুরু। (সদ্দারপোড়োদিগকে ডাকিয়া) ওরে বিপিন্! পরশু আশুর মেয়ের বে হয়ে গেচে, বিদায়টা আজ-আন্‌গে দেখি।

বিপি। আজ্ঞে যাই—ওরে তোরা যাস্ তো আয় গুরু মশার বিদেয় আনিগে, আর আস্‌বার সময় নতুন একটা খপর বল্‌বো একন?

রসিক। বলনা ভাই।

বিপি। বলি ঐ তর্কালঙ্কারদের বাটিতে একটী ছেলে হয়েচে।

রসিক। তার আর নতুন খপর কি?।

বিপি। ঘরের ভেতর কান পাতা যায় না, নতুন কি?

রসিক। কি হয়েচে, তবে বল না।

বিপি। ঐ বৈদিকদের সম্বন্ধ হয়, জানিস্‌তো।

রসিক। হ্যাঁ তা জানি, তার আর কি হয়েছে, বল দেখি।

বিপিন। সেই সম্বন্ধ্যে মেয়ে গুলো বারের মার মতন হয়ে থাকে, জানিস্।

রসিক। তোর অত বক্তৃতায় কায্ কি, বলে জানা কি হয়েচে।

বিপিন। সে সেই একবার বে কত্তে গেছেলো, আর একবার অনেক কষ্টে পুনুর্ব্বে কত্তে যায়।

রসিক। তার পর আর যায় নাই কেন?

বিপিন। যাবে কি ভাই! বৈদিকের ছেলেরা মাগ্ দেখে ভয় করে, ও লজ্জা পায়।

রসিক। স্ত্রীর দেখে আবার লজ্জা কি?

বিপিন। বৈদিকের ছেলারা স্ত্রীবলে জান্তে পারে না তারা হলো দুগ্ধপোষ্য ও মাগ্ গুলো হলো মাগি, তাতেই লজ্জা করে।

রসিক। ওদের ত ভারি কষ্ট তবে?

বিপিন। কষ্টের কথা বল্‌তে কাঠের পুতুলের ও চকের জল পড়ে। তারপর আজ দুদিন হলো তার ছেলে হবার খপর এয়েচে।

রসিক। সত্যি নাকি? তোরা সকলে ওকে ধর্ না, বল তোর ছেলে হয়েচে খাওয়াতে হবে।

বিপিন। আমরা কেমন করে বল্‌বো, ওদ্দের সঙ্গী ছেলেদ্দের বলে দেওয়া যাক, মজা হবে এখন?।

(ছাত্র দিগকে আহ্বান)

ওরে তোরা ঐ কার্ত্তিকের কাছে খেতে চানা গে।

ছাত্রেরা। কেন ওর কি হয়েচে?

বিপিন। ওর ছেলে হয়েচে, চাইলেই খাওয়াবে এখন।

ছাত্র। (উপস্থিত হয়ে) ও কার্ত্তিক! ও কার্ত্তিক! কথা কসনে কেন?

কার্ত্তিক আমার ক খ চেনা হয়নি বলে, গুরু মশায় বড্ডই বকেচেন, আজি ক খ গ ঘ চারটী অক্ষর চিনে দিতেই হবে।

ছাত্র। আজ থাক্; তোর ছেলে হয়েচে, এবার খাওয়াতে হবে, তার কি বল।

অন্যছাত্র। হ্যাঁরে তোর কি বে হয়েছেলো? কবে হয়েছেলো রে?

ছাত্র। বেই যেন হয়েছেলো, তুই ত ভাই! কখন শ্বশুর বাড়ী যাস্ নাই; তোর ছেলে হলো কেমন করে?

কার্ত্তিক। যা যা আমি এখন তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি।

(বিরক্ত হইয়া প্রস্থান)

বিপিন। ভাই! শুনিচিস্ এমন কত শত হচ্চে, তা দেখেও কিঁ বৈদিকদের চোখ্ ফোটে না; ওরা পরের বেলা অনেক দোষ দেখে, কিন্তু নিজের বেলা কানা হয় বুঝি, চ ভাই! বিদেয় নিতে যাই।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

জমীদারের বাটি। তর্করত্ন প্রভৃতি বৈদিকগণ ও জমীদারের প্রবেশ।

তর্ক। মশায়! আমাদের এই বিষয়টীতে মনোযোগ কত্তে হবে।

জমী। মশায়! আমাকে তার ভেতর জড়ায়ে শেষে সকলে সরে দাঁড়াবেন. আমি শেষে কোথায় সাক্ষী, কোথায় খরচ, তাই করে বেড়াই আর কি?।

তর্ক। আপনাকে কেবল শারীরিক পরিশ্রম কত্তে হবে; আর সব আমরাই যোগাড় করে দেবো।

জমী। ও কথা কি শেষ থাকবে?

তর্ক। আমরা কি আপনাকে নাবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

জমী। আশ্চর্য্য কি? তুমি একা কি কর্বে, কিন্তু এই মহাত্মাদের কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। যদি আপনারা নিশ্চয় করে বলেন, তবে হাত দিতে পারি। কেবল তোমাদের খাতিরে হাত দিচ্চি।

তর্ক। উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে তথাপি একথার নড় চড় হবে না আমরা যাই।

প্রস্থান।

জমী। তবে তাই হবে (বৈঠকখানায় উপস্থিত ন্যায়রত্নকে সম্বোধন করিয়া) কেমন ন্যায়রত্ন ! এগুলো গর্হিত অন্যায়. এর নিবারণ চেষ্টা উচিত।

ন্যায়রত্ন। কি বল্লেন মশায়। এটাকে আপনি গর্হিত আচার বল্লেন, এত একরকম উত্তম কাজ, এরূপ অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা কি যুক্তি সিদ্ধ : না শাস্ত্র সম্মত ? মনু ত স্পষ্ট লিখেছেন

" ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা, ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ" ॥

(ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া ও চব্বিশ বৎসরবয়স্ক পুরুষ অষ্টবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।)

জমী। নানা তা নয়, আমি ও শাস্ত্র ফাস্ত্র বুঝিনে, এমন কি কখন হয়ে থাকে, না কখন ব্যাভার আছে ; আজ চৌদ্দপুরুষ যা করে গেচে, তা এখন শাস্ত্র হলো না, তবে তারা সব মুখ্খু ছিল, আর এখনকার ছোড়ারাই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়েচে !

ন্যায়। মহাশয়। ব্যবহার কি আর গাচে ফলে, না ক্ষেত্তে জন্মায় ; যা দশ জনে করে তাই ব্যবহার।

জমী। তুমি ত মুখে এলো বলে ফেল্লে ; দশ জনে করে কৈ ? এখন পথে এস, দশজনে যা করে, তাই কর ! তা হলেই ত গোল চুকে যায়।

ন্যায়। জমীদার মশায়! আপনি যে দশ জনের কথা বলচেন, সে রূপ দশজন মানুষ চাই; তাতে মনুষ্যত্ব থাকা চাই; জন কত ঔদরিক কবির কথায় নাচ্‌লিই হয় না।

জমী। এত তোমাদের বৈদিকের বই অন্য জাতির কথা ত হচ্চে না, তোমার জাতিরা যা বলে. তাই কর।

ন্যায়। আমার জাতির মধ্যে যাদের যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে. তাঁরা কখনই ইহাতে অনুমোদন করবেন না।

জমী। তুমি ঐ ইংরাজ ঘেঁসা কটা বৈদিকের উল্লেখ কচ্চো ওরা ত এক রকম খৃষ্টান, ওরা কি ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে?

ন্যায়। মশায়! বলতে গেলে রুষ্ট হবেন, ওরা ধর্ম্ম মানে না? তবে কি যাদের ইন্দ্রিয় দমন নাই; যারা পেটের জন্যে অতি কুৎসিতকে সুন্দর, মূর্খকে পণ্ডিত, ও যে এক পয়সা দেয়, তাকে কর্ণতুল্য দাতা করেন, তাদিগকেই কি আপনি ধার্ম্মিক বলেন।

জমী। ওহে! তুমি যে বড় লম্বা লম্বা কথা কচ্চো; দিন কত খজুপাঠ নেড়ে চেড়েই বুঝি তর্কচূড়ামণি হয়ে পড়েছো। সে কি মনে করেচে? যে মেয়েটা বেচে মেরে দিলেই হলো, এ কি কম আস্পদ্দার কথা; আমরা থাক্‌তে থাক্‌তেই এই সবগুলো হচ্চে; আমরা কি মরে রয়েচি; যে, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান যা মনে করবে তাই করবে। মনে করে বুঝি। দেশে লোক নাই, জার্ত্ত কেউ কি বুঝি মানে না, না মনে কল্লে জব্দ কত্তে পারে না।

ন্যায়। মশায়! সে মেয়ে বেচেনি, আমাদের কাছে শপথ করে বলেচে, আর তার আস্পদ্দাই বা কি?

জমী। (ক্রোধে) তবে সে কল্লে কেন? টাকার লোভে বই, আর কেন কর্ব্বে?

ন্যায়। মশায়! আপনি মনে ভেবে দেখুন দেখি, যে ঐ পাত্রে কন্যা দেওয়া যায় কি? কন্যার পিতা নিজ তনয়াকে লালন পালন করে কি প্রকারে জলে টেনে ফেলে দেবে। যার অন্নসংস্থান নাই, তার বিবাহে প্রয়োজন কি? লোকে কথায় বলে "ভাত নেই তার ব্যা"।

জমী। ওর বাপকে যে কন্যা দিয়েছিল, সে কি মেয়েটাকে জলে ফেলে দিয়েছিলো; না, তখন তালুক মুলুক ছিল? এখন নাটে বিকিয়ে গেচে। ওহে ন্যায়-রত্ন! ও কি কাজের কথা দুশ আড়াইশ টাকার লোভ ছাড়া বড় সহজ কথা নয়।

ন্যায়। রাম বল!! (কর্ণে হাত) মেয়ে বেচা কি সামান্য পাপ, যারা মেয়ে বেচে, তাদের ইহকালে ও পর-কালে কোন কালেই নিস্তার নাই; ইহ লোকে নিন্দা হয় পরলোকে উদ্ধার নাই, চিরকাল নরকে থাক্‌তে হয়। মেয়ে বেচা কি ভদ্র লোকের কাজ।

জমী। সে কি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নাকি?। যে গঙ্গাজল তামা তুলসি ছুঁয়ে মেয়ে দেবো বলে, বাগ্‌দান

করে; যে মেয়ে অনথো কত্তে পারে, সে কি মানুষ, না তার অসাধ্য কর্ম্ম আছে ?

ন্যায়। সে সম্বন্ধ করেনি, এবং তাহার সম্বন্ধ কত্তে মন ছিলনা, অন্যে জোর করে তার মেয়ের ; নাকি সম্বন্ধ করেছিলো।

জমী। তুমি যেমন হাবা, তাই তোমাকে বুঝয়ে যে, তার মেয়ে, পাড়া পড়সিতে জোর করে সম্বন্ধ কাল্লে, এও কি বিশ্বাস যোগ্য কথা, লোকের কাছে বলোনা।

ন্যায়। মশায়! আমি শুনিচি যে ওরা যার ওখানে কর্ম্ম কর্ত্তো, তিনি নাকি বড় লোক ছিলেন, তিনিই সম্বন্ধ করে এসে, পরে মাইনে দেবার সময় বলেদিলেন তোর মেয়ের সম্বন্ধ করিচি, তারির খরচ ৪ টাকা তোর মাইনে হতে কেটে নিলাম, এই রকমে সম্বন্ধ হয়।

জমী। সকলেই ত ঐ রকম কচ্চে, তাদের কি আর বোধ নেই, না তাদের বিসদৃশ হয় না, না তারা সকলেই বড়মানুসের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করে ? তোমাদের দাক্ষিণাত্য বৈদিকে বড়মানুষ কটা।

ন্যায়। মশায়! তার কারণ ত কুল সম্বন্ধ ; গুড্ ডিম না ভাংতে ভাংতেই বিবাহ হলো, কিছুদিন বাদে সন্তান হলো, সংসার নিয়ে বিব্রত হয়ে পল্লো, তাদের উন্নতি কি আশা করা যাইতে পারে ?

জমী। তুমি যে দেখ্তে পাই, ও দলের একটী প্রধান গোঁড়া হয়ে পড়েচো ; তুমি ক্ষান্ত হও ; তোমরাও

সব বিষয়ে হাত দিয়ে কাজ কি? শীগ্গিরই এর একটা পাকা পাকি কত্তে হবে, নইলে নাই পেয়ে যাবে, আর কেউ কাকে মানবে না?

ন্যায়। আমি মনে করেছিলাম, তুমি একজন বিচক্ষণ প্রজাহিতৈষী জমীদার, তোমার দেশের প্রতি সাতিশয় মমতা আছে; তোমার কল্যাণে প্রজাদিগের কোন কষ্ট নেই, উত্তম রাস্তা ঘাট করে দেচ্চেন, কিন্তু যে সর্ষে দিয়ে ভুত ঝাড়াবো মনে করেছিলাম, সেই সর্ষের ভেতরেই ভুত।

নিটাল তপস্বী যত বৈদিকের দল।
তোমাদেরে করে নেচে আপনার বল ॥
পাণ্ডিত্যের পথে এঁরা পথিক দেখান।
মূর্খতার মদ কিন্তু দিবানিশি পান ॥
মৌখিকে করেন সবে হিন্দুয়ানী ভান।
অনাচার অত্যাচারে সদা রত প্রাণ ॥
দিবসে দেখান সবে ধার্ম্মিক প্রবন্ধ।
রাত্রিকালে গোবধেতে নাহি হয় ভয় ॥
বিদ্যাশূন্য বিদ্যালঙ্কার সকলের খ্যাতি।
কে আঁটে মুখের কাছে হেন কার ছাতি ॥
এদিগে কারুর কিছু নাহি দেখি জ্ঞান।
তোমাদেরে বাবুদের মানস যোগান ॥
তুমিও পড়েচো ফাঁদে দেখিতেছি ভাবে।
বৈদিক কুহকে পড়ে অপমান হবে ॥

জমী। ন্যায়রত্ন! তুমি যা বল্‌চো, সে যে অতি

অন্যায় কথা ; যে যা মনে করবে সে তাই করবে, আর আমরা চুপ করে থাক্‌বো। (সভ্রভঙ্গে) ওহে কে আছ হে ; সকলকে সংবাদ দেও ত, যেন আজ ৪ টার সময় সকলে একত্র হয়। এর একটা সমুচিত কাত্তে হবে।

ন্যায়। মহাশয়! যাহা ভাল বোধ করেন করুন, আমি চল্লাম।

(প্রস্থান)।

দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। ছেলাম পৌঁছে মহারাজ! ক্যা হুকুম।

জমী। বামন ঠাকুর কে বোলানে হোগা? কেচকো সমজে?। জলদী লেয়াও। (প্রস্থান)।

ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে দ্বারবানের পুনঃ প্রবেশ।

দ্বার। মহারাজ! ঠাকুর জী তো আয়া।

(প্রস্থান)

জমী। এস ঠাকুর; প্রণাম; গ্রামস্থ সকলকে খবর দেও যে তাঁরা যেন অদ্য আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত বিষয়ের সমুচিত ব্যবস্থা স্থির করেন।

ব্রাহ্মণ। যে আজ্ঞে! তবে চল্লাম (স্বগত) আগে বাচস্পতির কাছে যাই, তাঁরা অনেকের জাত মেরেচেন ও জাত দিয়েচেন। (প্রস্থান)।

বাচস্পতির বাটী। দুর্গাপদ উপস্থিত।

দুর্গা। বাচস্পতি খুড়ো! বাড়ীতে আচেন?

বাচস্পতির প্রবেশ।

বাচ। কেহে? (দেখিয়া) এস বাপু! কি মনে করে?

দুর্গা। মশায়! আশু ত মেয়েটি অন্যথা করেচে, এখন জমীদার মশায় আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তারির কোন উপায় কর্ব্বেন, তা আপনাদের পার ধুলো দিতে হবে।

বাচ। আর কে কে যাবে?

দুর্গা। তিনি ত সকলকেই ডাক্‌তে বলেচেন।

বাচ। বাপু! এ কি ফলার, তাই ঢালা নেমন্তন্ন কত্তে বলেচেন; মাতালো মাতালো লোক নিয়ে এর পরামর্শ কত্তে হয়।

দুর্গা। আজ্ঞে, তাই বলিগে?

(ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামানন্তর প্রস্থান)।

বাচ। (পত্নীকে সম্বোধন করিয়া) ওরে নোতুন বৌ! আজ্ সকাল সকাল রাঁদ দেখি, খেয়ে সভায় যেতে হবে।

নোতুনবৌর প্রবেশ।

নতু। তবে আজ সুপ্রভাত! সন্দেশটা আশটা মিলবে একন?

বাচ। হা ক্ষেপি! এ কি শ্রাদ্ধের নিমন্তন্নের সভা; তাই সন্দেশ মিলবে?

নতু। তবে আবার কি রকম সভা।

বাচ। সেই আশু যে মেয়ে অন্যথা করেছেলো,

তারের জব্দ করবার জন্য, এই বারে বেটা জব্দ হবে, এখন যা ভাত তয়ের করে দে, আমি স্নান করে আসি।

(প্রস্থান)।

অপরাহ্ণ। জমীদারের বাটী।

তর্কালঙ্কার বাচস্পতি প্রভৃতি। সকলে উপস্থিত।

তর্ক। মহাশয়েরা যখন উপস্থিত হয়েচেন তখন অসাধ্য কি আছে। এত সামান্য বিষয়।

বাচ। আমাদের সাধ্য কি? এখন আর ত সে কাল নেই, যে একবারে কর্ব্বে। এখন আর লোক তাতে জব্দ হয় না। তাতে আবার সেই আশু, সে নাকি বছরে দশবার খাওয়াচ্চে, তাই তার বাড়ী না গেলে সে অপমান হবে। জমীদার মনে করে যদি চেষ্টা করেন, তবে তার বিলক্ষণ জব্দ হবার সম্ভাবনা।

তর্ক। তবে কি জমীদার মশায় তার ব্রহ্মত্তর ক্রোক কর্বেন, তাও তার নাই।

বাচ। না হে ..., বিবাহের ক্ষতি পূরণ জন্য একটা দাবি দিয়ে আদালতে একটা নালিশ করে দিন।

জমী। তাই উত্তম, এখন আর কিছুতে জব্দ হবেনা। পরশু দিন ভাল, ঐ দিনেই মকদ্দমা রুজু করা যাবে। এখন সন্ধ্যা হলো আপনারা সব আসুন।

সভাভঙ্গ।— (সকলের প্রস্থান)।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

মুনসেফী আদালত।

উকীলের চালা। তর্করত্ন, ম্যানেজার ও

উকীলের প্রবেশ।

উকী। আস্তে আজ্ঞা হোক্; আজ্ [illegible] কি মনে করে এয়েচেন?

ম্যানে। মশায়। একটী মকদ্দমা আছে। এমন আশ্চর্য্য মকদ্দমা কখন করেন নি।

উকী। সে কি?

ম্যানে। এই বাননের (দুর্গাপদকে দেখাইয়া) ছেলের সঙ্গে আশু চক্রবর্ত্তির মেয়ের সম্বন্ধ হয়। এখন আশু মেয়ের অন্যথা করে বে দিয়েচে। তারির ক্ষতি-পূরণের একটা নালিশ কত্তে হবে।

উকী। দুটো চাট্টে সাক্ষী দেওয়াতে পার্ব্বেন তো?

তর্ক। মহাশয়! সাক্ষীর ভাবনা কি? আমরাই আছি।

দুর্গা। মশায় ত সর্ব্বস্বই কচ্চেন ও কর্ব্বেন।

ম্যানে। ওহে ওসব একন রেখে দেও, যখন এর ভেতর এঁনেচো, তকন অপমান হতে পার্ব্বো না? (উকি-লকে সম্বোধন করিয়া) চক্রবর্ত্তী মশায়। একন্ আর্জ্জি লিখে দাখিল করুন্। এর পর বারবেলা হবে। (লিখন)।

তর্ক। মহাশয়! আমরা যা ফর্দ্দ করেছিলুম, তার চেয়ে যে অনেক লাগবে।

ম্যানে। আপনারা বামন পণ্ডিত লোক, কখন ত মামলা মকদ্দমা করেন নি, এত খরচের স্বস্তিবাচন; এখন চল যাই।

(প্রস্থান)।

যদুনাথ গাঁজাখোরের প্রবেশ।

যদু। ওহে! তোমারা সব কোথা গেছলে? ফলার পোটে ছেলো নাকি? উত্তম মধ্যম না অধম? কোন্ রকম?

তর্করত্ন প্রভৃতির প্রবেশ।

তর্ক। না হে না, একটা নালিশ কত্তে কাছারিয় যাওয়া হয়েছেলো।

যদু। কিসের গা? এত বৈদিক দেখে আমারত শ্রাদ্ধ বোধ হয়েছিলো।

তর্ক। এক জনের শ্রাদ্ধ বটে। তুমি কি শোনো নি? আশু তার মেয়ে অন্যথা করেচে?

যদু। তার আদালতে কি? সেখানে ত আর ফলার নেই যে, বৈদিকের ঘারি ঘুরি খাটবে?

তর্ক। হ্যাঁ হে ভায়া! অনেক দিন হাঁটচি, ফলআর ত দেখচি না, সাক্ষীর জবাবন্দী টন্দী সব হয়ে গেচে, আবার সে 'মেয়ের মত নাই বলে' এক দরখাস্ত করে ছেলো, তাও ত হয়ে এয়েচে; কিন্তু হুকুম দেচ্চে না কেন? কেবল হাঁটিয়ে মাচ্চে।

যদু। সম্বন্ধের নালিশ, তার পাকা দলিল কিছু আছে ?

তর্ক। হা পাগল! সম্বন্ধের কি দলিল থাকে।

যদু। যখন নালিশ হতে চল্লো, তখন তার দলিল কি তার রেজিষ্টরি পর্য্যন্ত চাই।

তর্ক। না হে ভায়া জাননা, একবার এক্জনকে না জব্দ কল্লে কুলরক্ষা ভার হয়ে উঠলো।

যদু। তোমাদের মহিমা বোঝা ভার। তোমরা মুগুর দেখাও, বারণও কর।

তর্ক। তুমি যেটী মনে কচ্চো, সে পাত্রটী দেখ্তে ছেলার মত অতি ছোট ছিল, লেখা পড়া কিছু জান্তো না।

যদু। তবে এইটি কি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নাকি? এওত সেই রকম, তোমরা যে কখন কার প্রতি সদয় ও কখন কার প্রতি রুষ্ট হও, বোঝা যায় না। এটী বুঝি কেউ হয়, নইলে এত জেদ ক্যান ?

তর্ক। সেটী কেউ হোক্ আর না হোক্; এ পর্য্যন্ত যদি যত্ন না করি, তবে সকলেই ত ঐ রকম কর্ব্বে?

যদু। বাকি কে? প্রায় ত সকলেরই হয়েচে। আজ বিদ্যানিধি অন্যথা কল্লে, কাল বিদ্যাপঞ্চাননের ভাই কল্লে, পরশু চূড়ামণি শিরোমণি, তায় দোষ নেই, তবে ঐ পুঁটে তেলিতেই যত দোষ। তোমাদের আপনার বেলা "মাকড় মাল্লে ধোকোড় হয়" আর পরের বেলা ১৬ কাহন প্রায়শ্চিত্ত।

তর্ক। যদু ভায়া! চট্‌লে কেন? কিসে কি হয় দেখনা ক্যান, তোমাদেরই ত ভাল, অন্যপূর্ব্বা না হলে আর তোমরা নিখরচা পাবে না তো?।

যদু। মশায়! এখন আর নিকড়ে কৈ? ওজোনে বিকোয় যে, তা জানেন না? কত অমন অন্যথা করে বেচেচে শুন্তে চান, কেউ বেচবার জন্যে, ভালুক ঘরে, সেওড়াপোলে সম্বন্ধ করে এয়েচি বলে, শেষে অন্যপূর্ব্বা বলে বেচেচে, তাকি জানেন না।

তর্ক। এই বার থেকে বন্ধ হবে ত?

যদু। মিচে কেন আড়ু বাড়ু কচ্চো, কিছুই হবে না, কেবল কর্ম্ম ভোগ সার। আর মিচে এই জমীদার মশায়কে কষ্ট দিচ্চো, ওঁকে ধন্যবাদ, উনি দেশের হিতের জন্য যে যা বলে তাই শোনেন, (জমীদারকে সম্বোধন করিয়া) মশায়! কেন মিচে কষ্ট নেচ্চেন, এদ্দের কি কিছুর স্থির আছে। "রেতে ভাগ, দিনে ঠিকে"।

রাগিণী ভৈরবী তাল আড়া।

মিছে কেন গোল কর সম্বন্ধ অন্যথা বলে।
অপমান হতে হবে মকদ্দমায় হেরে গেলে॥
যা বল সে কথার কথা রাখিতে সম্বন্ধ প্রথা
কাহার আছে যোগ্যতা পিতা না সম্মতহলে॥

সাই তবে। (সকলের প্রস্থান)।

আদালতে মুনসেফের প্রবেশ।

মুনসেফ। সেরেস্তাদার! ৫০ নম্বর মকদ্দমা পেশ কর, আজ ওটা নিষ্পত্তি কর্ব্বো।

সেরেস্তাদারের প্রবেশ।

সেরে। ধর্ম্মাবতার! ঐ মকদ্দমাটাও অনেক দিন পড়ে আছে (পেয়াদাকে ডাকিয়া) পেয়াদা! উকীল ও দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তিকে ডাক।

পেয়াদার প্রবেশ।

পেয়া (উচ্চৈঃস্বরে) দুর্গাপদচক্রবর্ত্তি হাজির, দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তি হাজির?

দুর্গাপদের প্রবেশ।

দুর্গা। চক্রবর্ত্তি মশায়! চলুন মকদ্দমা পেশ হয়েচে।

উকী। কৈ বাবুরা কৈ, আমার মেহন্নতের টাকা কৈ, সুদু আশীর্ব্বাদে কি মামলা মকদ্দমা হয়?

মুন। সেরেস্তাদার! আর্জ্জি পড়।

সেরে। (আর্জ্জি পাঠ)—

বাদী।	প্রতিবাদী।
শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তি।	শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তি।
সাং—পং—	সাং—পং—

দাবি—

ক্ষতিপুরণ ৩০০০টাকা—

সন ১২৬২ শালের বৈশাখ মাহাতে আমার পুত্রের শহিত প্রতীবাদীর কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরতায় জাত্যাংশের ধারানুশারে বাকদানাদী হয়, তদপর প্রতীবাদী ঐ শম্বন্ধ অন্যথা করিয়া শন ১২৬৩ শালের ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে আমার পুত্রের শহিত বিবাহ না দিয়া ঐ কন্যা স্থানান্তর বিবাহ দীয়াছে আমার পুত্রের আর ঐ রতুল্য কুলীণ কন্যার শহিত বিবাহ হইবেক না পোণদীয়া বংশজ কন্যার শহিত বিবাহদিতে হইবেক তদহেতু আমার মানের হানী ও পুত্রের বিবাহজন্য ক্ষতি পুরাণের নালীশের কারন হইয়াছে অতএব তাহার খেশার ৩০০০ টাকা পাইবার প্রার্থনায় নালিশ ইতি ।

মুন। জবাব পড় ।

৫০নং

শন ১৮৬৭—

প্রতিবাদী আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর পক্ষের বর্ণনাপত্র *

১। আইনানুশারে বাদীর প্রকাশিত বাক্‌দান এমত কান্‌ট্রাকুট নহে যে তাহা আদালতে বলবত হইয়া খেসারার দাবি হইতে পারে ।

২। বাদীর পুত্রের শহিত আমার কন্যার বিবাহ হইবার আমী বাক্‌দান করিনাই এবং আমার অভিমতে সম্বন্ধ হয় নাই ।

৩। শন ১২৬২ শালের বৈশাখ মাহাতে বা তৎপুর্ব্বে আমার কন্যা জম্মে নাই ।

* ঠিক আদালতের ভাষা ।

৪। বাদীর পুত্রের শহিত আমার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ আমার কুটম্বের দ্বারা হইয়াছিল কন্যার বয়ক্রম শন১২৬২ শালের অগ্রহায়ণ হইয়া দ্বাদশবর্ষহওয়া বয়প্রাপ্তা কন্যা ঐ পাত্রের হিনাবস্থা ও অব অবের শহিত বিসদৃস্বভায় কন্যার অনভিমতে ঐ পাত্রের সহিত বিবাহ না হইয়া ঐ পাত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাত্রের শহিত শাস্ত্রানুশারে বিবাহ হইয়াছে।

৫। বাদীর পুত্রের বিবাহ আমার কন্যার শহিত নাহওয়ায় বাদীর কৌলিণ্যের বা মানের হানি হয় নাই এবং বংশজ কন্যার শহিত বিবাহ দিয়া হইলেও আমাদীগের কুলাচার মতে পণ দিতে হয়না সেমতেবাদীর কীছুমাত্র ক্ষতি নাই।—ইতি—শন১২৬৭।

সের। (জবানবন্দী)—বাদীর মানিত ১নং সাক্ষী হুজুরে হাজির আসিয়া আইন মতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এজাহার করে যে আমার পিতার নাম—আমার নাম—সাং—পং—বয়েস ৫০। ৬০ জাতি চাসাধোপা। উভয়কে চিনি, কোন এলাকাদার নহি; আমি সম্বন্ধ করেছেলো। সওয়াল মতে কহে, তথায় ছিলাম. সম্বন্ধ শাস্ত্রীয়, কোন শাস্ত্রে আছে জানি না। কন্যা অন্যথা হলে পাত্রের মানের হানি হয়। কুলীন কন্যার সহিত আর বিবাহ হয় না। বিবাহ ব্যয়সাধ্য বটে, কতলাগে স্থির নাই। বাদীর ২ নং সাক্ষী আইনমতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে, সম্বন্ধ সময়ে আমি ছিলাম না, কিন্তু তত্ত্বতাবাস কত্তে ও বেহাই বলে ডাকুতে দেখিচি। সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় বটে, দেখুন সকলেরই হচ্চে; গৌরীর বিবাহেও নারদ সম্বন্ধ করে যায়। শাস্ত্রেও এমন বিধি আছে যে ঐ বাগ্দত্ত কন্যা কি পুত্র মরিয়া গেলে পরস্পরের তিন রাত্রি অশৌচ নিতে হয়। বংশজ কন্যার সহিত বিবাহ দিতে কখন ব্যয় লাগে

কখন লাগেও না। আর বাদীর পুত্রের বিবাহ হওয়াও দুষ্কর। বাদীর ৩ নং সাক্ষীও বলে, আও সম্বন্ধ করেছে দেখিছি, কন্যাও দুটা একটা অনাথা হয়েছে কিন্তু তাঁদের জাতি পাত হয় নাই। পাত্র অনাথা হলে কন্যা মৌলিকে পড়ে, কন্যা অনাথা হলে পাত্র বংশজ কন্যার পানি গ্রহণ করে। এরূপ প্রথা আছে।

হুম। আসামীর সাক্ষীর এজাহার পড়।

সেরে। আসামীর ১নং সাক্ষী আইন মতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে যে আমার নাম—শাং—আমি কাহারো কোন এলাকা রাখিনা। আও সম্বন্ধ করে নাই; মতও ছিলনা। সম্বন্ধ শাস্ত্র-সম্মত নহে। বৈদিক জাতির অল্পতা নিধায় পাত্র আটকাইতে আটকাইতে এইরূপ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। বংশজ কন্যা বিবাহ করিতে পারে ভাল হইলে টাকা লাগে না। প্রতিবাদীর ২নং সাক্ষী ও ঐরূপ বলে আমার পুত্রের বিবাহ বিনাটা [illegible] টাকা লাগেনি। বংশজে বিবাহ হলে মানের কিছুমাত্র হানি হয় না।

বা—উকী। ধর্ম্মাবতার! এসব সাক্ষী এর পক্ষ; আমার সাক্ষী অপক্ষপাতী বড় লোক।

প্র—উকী। ধর্ম্মাবতার! ল অব এভিডেন্সের ৭৭২ ধারাতে বলে সাক্ষীলওয়া কেবল হুজুরের মনস্তুষ্টির জন্য, এবং সাক্ষীর পদ, ক্ষমতা, লোকপ্রিয়তা দেখিয়া প্রমাণ গ্রহণ করিবে, এবং ৭৭৮ধারাতে বলে বিচারককে সাক্ষীর সততা, ক্ষমতা, সংখ্যা, দৃঢ়তা, বহুদর্শিতা, দেখিতে হয়, এবং ৭৭৯ধারায় বলে কেবল সাক্ষীর সংখ্যার উপর নির্ভর করা উচিত নয়, ৭৮৬ধারায় বলে সাক্ষীদিবার সময় তাহার রীতিনীতি এবং শুনতে মনোযোগ করে না, কি বলতে

ইচ্ছে কচ্চেনা ইত্যাদি দেখিয়া বিচারক সাক্ষীর উপর নির্ভর করিবেন।

মুন। আমি আদ্যোপান্ত বুঝিয়াছি যখন পাত্র কন্যা ত্যাগ করিয়া অন্য কন্যা বিবাহ করিতে পারে যখন বংশজকন্যা গ্রহণে মানের হানি হয় না, তখন সম্বন্ধ করিলেও প্রতিবাদী তাহাতে আবদ্ধ নহে, যদি আবদ্ধ বলিয়া ধরা যায়, তথাপি বাদীর ক্ষতি কৈ যে আদালত তাহা দেওয়াইবেন, এ দায় মকদ্দমা সুদসহ খরচা ডিসমিস করিলাম।

বা—উকী। ধর্ম্মাবতার! অন্যায় হইল, প্রতিবাদী যথার্থ সম্বন্ধ করেছিলো।

প্র—উকী। আপনার পদ বৃদ্ধি হউক; মকদ্দমার ঠিক বিচার হয়েছে। (জনান্তিকে হস্ত বাড়াইয়া) কৈ আস্তু! আমার মেহনতের টাকা কৈ? এ মকদ্দমা অন্যে কি বোঝাতে পাত্তো. এখন চল যাই।

বা—উকী। দুর্গাপদ। যাও, হাকিম অন্যায় করে হারিয়েছেন আপীল করগে, ফিরে যাবে।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক।

জমীদারের বাটীর সম্মুখ। দুর্গাপদের প্রবেশ।

দুর্গা। (স্বগত) হা কপাল! এত যোগাড় হলো; কপাল এমনি যে তাতেও কিছু হলো না; যাই একবার জমীদার মশায়ের কাছে বলি তিনিই কি করেন দেখি।

জমীদারের প্রবেশ।

জমী। ওহে দুর্গাপদ! কৈ তোমার বৈদিকেরা এখন কোথায়? মেয়াদ যায় যে। আমি ত আগে বলেছিলুম, আমাকে যড়্য়ো না। তোমাদের কথার স্থিরনাই।

দুর্গা। মশায়! তাঁরা ত সব ভেগেচেন, এখন মশাই না করেন, আমার বৈদিক মশাদের খুরে নোমস্কার।

জমী। আচ্ছা, তুমি কাল ফয়শালা নে এসো, আমি আপীল করিয়ে দিচ্চি, মকদ্দমাটা দেখতে হবে।

দুর্গা। যে আজ্ঞা; তবে রায় ফয়শালা আনিগে।

(প্রস্থান।)

আপীল আদালত। উকীল, জমীদার
ও দুর্গাপদের প্রবেশ।

জমী। (উকীলকে সম্বোধন করিয়া) মুখুয্যে

মশায়! এই মকদ্দমাটীর আপীল কত্তে হবে; একটা অজুহত লিখে দিন, এটী পাঁপরে দাখিল করা যাক্।

মুখো। আচ্ছা! আমি অজুহত লিখে দিচ্চি, কাগজ নে এসো, উকলাত নামা দেও—

অজুহত লিখন—

দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী বাদী (আপীলাণ্ট) শাং — পং —

আশুতোষ চক্রবর্ত্তী প্রতিবাদী (রেসপণ্ডেণ্ট) শাং — পং —

১৮৬৭ শালের ৩০ এ এপ্রেল মুনসেফ মহাশয়ের ফয়শালার না রাজিতে নিম্ন লিখিত হেতুবাদে আপীল করিতেছি।

হেতুবাদ।

১। প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর পড়াতেও সে তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই, তবে মাননীয় লোক দ্বারা আমার সম্পূর্ণ রূপ প্রমাণ হইয়াছে, মুনসেফ মহাশয়ও তাহা স্বীকার করিয়া ডিক্রী না দেওয়া অন্যায়।

২। প্রতিবাদীর কন্যা বালিকা থাকায় তাহার কথা গ্রাহ্য নহে। সে যাহা বলিয়াছে, তাহা সেখান কথা বলিয়া বোধ হইতেছে।

৩। হিন্দু শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয়েরা বাগদানকে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম বলিয়া গিয়াছেন। তাহারা এরূপ বলেন নাই যে, এ প্রথা অশাস্ত্রীয়।

৪। মুনসেফ মহাশয় যে বলেন, এদেশীয় ১৩ বৎসরের বালিকারা সন্তানবতী হয়, কিন্তু বালকেরা অতি বালক থাকে,

তাঁহারা পিতার পদবী পাইবার যোগ্য হয় না, তাহা অন্যায়, আমাদিগের এইরূপ চির কাল চলিয়া আসিতেছে; তখন যদি হয়ে থাকে, ত এখনও হবে।

৫। তিনি আরো বলেন, যে পিতা মাতা বাগ্দানে ততো আবদ্ধ নন তাদের এরূপ স্বাধীনতা আছে যে, তাঁহারা অন্যথা করিলেও করিতে পারেন, এ যে অন্যায়, আমাদের শাস্ত্রে যখন বাগ্দত্ত পতি মরিলে কন্যার ঔষধ গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে; তখন অশাস্ত্রীয় বলা কি অন্যায় নহে?

৬। মুনসেফ মহাশয় যে বলিয়াছেন, যে এখন বাদীর ক্ষতি কোথায়? স্বীকার করি, আমার পুত্রের বিবাহ দিতে যে ব্যয় হইবে, বিবাহ পরে আমি তাহা প্রতিবাদীর নিকট পাইব এই প্রার্থনা; আর আর মিছিল কালীন নিবেদন করিব।

মহাশয়। আপীল দাখিল করা গেল; ২৫ জুন দিন ধার্য্য, সেই দিন আসবেন, আর দু এক দিনের মধ্যে পেয়াদা যাবে, জারিটে করিয়ে দেবেন।

জমী। যে আজ্ঞে। দুর্গাপদ! হলোত, মুখুয্যে মহাশয় বড় দয়ালু।

দুর্গা। নমস্কার মশায়! একটু অনুগ্রহ কর্বেন, আমি অতি গরীব এখন যাই।

(প্রস্থান)।

গঙ্গার ঘাট। জল আনিতে এলোকেশী
ও শ্যামার প্রবেশ।

শ্যামা। ও দিদি! আবার নাকি তোদের মকদ্দমার

আপীল করেচে টাকা পেলে কোথায় ? এ দিগে খেতে পায়না ?

এলো। দিদি ! সকলেই আমাদের জব্দ কর্বার জন্যে লেগেছে। এ বার জমীদার মশায়ই কেবল কি আবলুসে না মবলোসে কিসে নালীশ করিয়েচেন এবার নাকি ওর টাকা দিতে হয়নি।

শ্যামা। ওরে তাকে পাঁপোর বলে, অন্য অন্য খরচ-ত আছে তা কে দিলে ? ওরত এককড়ারও মুরোদ নেই :

এলো। সেও জমীদার মশায় দিয়েছেন, আমরা জমীদার মশার কি করিচি, আমরা বরং পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যে রাজা হোন ; উনি এ গরীবে-দের প্রতি এত লেগেচেন কেন ?

শ্যামা। ও দিদি ! তুই বুঝিস নে, ওঁর মনত তোদের জব্দ করা নয় ওঁর ইচ্ছে, এ সম্বন্ধটা একেবারে উঠে যায়, তারির জন্যই শেষ পর্য্যন্ত দেখবার চেষ্টায় আছেন, সে কি বোন। মন্দ ?

এলো। দিদি আমিত তাই বলি, উনি রাজা হোন, ওর ছেলে পিলে সুখে থাক্ ; এখন বেলা গেল চ ভাই।

(প্রস্থান।)

জজ ও পেস্কারের প্রবেশ।

জজ। পেস্কার ! ৬০০ নম্বর আপীলে কি একটা দরখাস্ত হয়েচে পড় দেখি।

পেস্কা। ধর্ম্মাবতার। রেস্পণ্ডাণ্ট আশুতোষ চক্রবর্ত্তী দরখাস্ত কচ্চে, যে এই মকদ্দমাটি হজুরের কাছেই হয়, এটা অন্য বাঙ্গালি বিচারপতির নিকট না যায়।

জজ। কেন? কি আপত্তি করে?

পেস্কা। হজুর। প্রতিবাদী আপত্তি কচ্চে, যে আ-পীলাণ্ট বাঙ্গালি জজ বাহাদুরের পুরোহিত বংশীয়।

জজ। আচ্ছা। আমিই বিচার কচ্চি, মকদ্দমা পেশ কর।

পেস্কা। পেয়াদা। মুখুয্যে মশায় ও চাটুয্যে মশায় উকীলকে ডাক।

পেয়াদার প্রবেশ।

পেয়াদা। মুকুয্যে মশায় চাটুয্যে মশায় আসুতে আজ্ঞা হোক্ হাকিম আপনাদ্দের ডাকচেন।

(পেয়াদার প্রস্থান।)

উকীলদ্বয় উপস্থিত।

মুখু। ধর্ম্মাবতার। এ মকদ্দমাটী নিম্ন আদালতে বেশ প্রমাণ হয়েচে, প্রতিবাদী পূর্ব্বে বাদীর পুত্রের সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ করেছেলো, পরে টাকার লোভে কেবল অন্যথা করে বেচেচে, এখন বাদীর পুত্রের আর কুলী-নের ঘরে বে হবার যো নেই, মানের খুব হানি, এবং বিবাহ দিতে তিনশ টাকার কম হইবে না।

জজ। পেস্কার। মুনসেফের রায়টা পড় দেখি?

পেস্কার। (রায় পাঠ)—বাদী দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী প্রতিবাদী আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর নামে যে তাহার কন্যার বাদীর পুত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকিয়া ও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা ভঙ্গ করিয়াছে, সেই বিবাহের ক্ষতি পূরণার্থ ৩০০০ টাকা দাবিতে এ আদালতে নালিশ উপস্থিত করে. প্রতিবাদী তাহা অস্বীকার করে, ইহাতে ইহা ধার্য্য করা যায় যে—প্রতিবাদী সম্বন্ধ করিয়াছিল কি না? যদি করিয়া থাকে, তবে বাদী তাহার নিকট খেসারত পাইতে পারে কি না? বাদীর সাক্ষী দ্বারা তাহার সম্বন্ধ করা সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে তাহার কন্যার এজাহারে ব্যক্ত হয় যে ঐ বাদীর পুত্র কুদর্শিত ও বালকাকৃতি প্রযুক্ত সে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, কিন্তু বালিকা বিধায় তাহার কথা গ্রাহ্য নহে। তাহাতে আবদ্ধ বিধায় বাদী খেসারত পাইতে পারে কি না? এ বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকেরা কহেন বৈদিকেরা ৩ শ্রেণী—কুলীন, বংশজ, মৌলিক. কুলীনের পুত্র কি কন্যা হইলেই সম্বন্ধ হয়, ঐ বালক যদি অন্য বালিকা বিবাহ করে, বা মরে, তবে ঐ কন্যার মৌলিকে বিবাহ হয় এবং যদি ঐ কন্যা মরে বা অন্যত্র বিবাহ করে, তবে ঐ বালক বংশজে বিবাহ করিবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নহে কিন্তু অনেক দিন এরূপ চলিয়া আসিতেছে। আমি জানি এই প্রথা এ দেশের অত্যন্ত অমঙ্গলকারিণী, এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিপরীত। মনু লিখিয়াছেন যে পাত্র অন্তত কন্যাপেক্ষা তিনগুণ বড় হইবে। এ দেশের কন্যারা সচরাচর ১২। ১৩ বৎসরে সন্তানবর্তী হয় কিন্তু পুত্রেরা তখন অতি শৈশব থাকে। যা হোক, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকেরা বলি-

আছেন যে এই প্রথায় কেহই আবদ্ধ নহেন, পিতামাতার অন্যথা করণে স্বাধীনতা আছে। অতএব বাদীর দাবি আদালতে শ্রুতি যোগ্য নয়। যদি তর্কের খাতিরে আবদ্ধও বলা যায়, তথাপি এখনও বাদীর কোন ক্ষতি দেখা যায় না। অতএব বাদী এখন কিছুই দাওয়া করিতে পারে না, বাদীর পুত্রের বংশজ কন্যার সহিত অনিশ্চিত বিবাহ যেমন সম্ভব, কল্য তাহার মৃত্যুও তদ্রূপ সম্ভব, অতএব এই মকদ্দমা আমি সুদসহ মায় খরচা ডিস্‌মিস করিলাম ইতি।

মুখু। ধর্ম্মাবতার! আদালত এরূপ হুকুম দিতে পারেন আমার পুত্রের বিবাহ দিলে যাহা ব্যয় হইবে, আমি প্রতিবাদী হইতে তাহা পাইব।

চাটু। ধর্ম্মাবতার! তাহাও অন্যায়, বিবাহের ব্যয়ের সঙ্খ্যা বলা কি, আদালত এরূপ হুকুম দিলে, এ বৈদিকদিগের যেরূপ চক্রান্ত, উঁহারা অনর্থক আলো বাজিতে দশহাজার টাকা খরচ করিয়া আমার মক্কেলের সর্ব্বনাশ করিতে পারে? আমি ত লিগাল (Legal) ব্যয়ের সম্ভাবনা দেখি না, পাত্র ভাল হইলে কন্যার পোণ দিতে হয় না, এখন উনি আদালতে দুই বংশজ ও মৌলিক প্রমাণ দিয়া রাখুন দেখি যে, তারা মেয়ে বেচে, কেহই স্বীকার করিবে না, বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃপ্রভাবে বোধ হয় ভারতবর্ষের আর তত দুরবস্থা নাই, যে কন্যা বিক্রয় করিবে, যদি আদালতে আসিয়া কোন বংশজ বা মৌলিক সপথে স্বীকার করে যে আমি মেয়ে বেচি, তবে ও খেশারত পাইতে পারে; তবে অপাত্র চালাইতে হইলে যদি উহাকে ঘুস দিতে হয়, তাহা কি আমার মক্কেল দিবে নাকি? পাল্কী না হলেও বিবাহ সিদ্ধ হয়, চাকর বরযাত্র না গেলেও বিবাহ অসিদ্ধ হয় না। বাজনা আলো তামসিক; আর

ব্যয় কি আমার মক্কেল দিবে নাকি? নান্দীমুখ, তাহা বিবাহপূর্ব্বে কর্ত্তব্য বটে কিন্তু যে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে বিমুখ তার কি নান্দীমুখে লক্ষ টাকা ব্যয় সম্ভব? না তাহা আমার মক্কেলের দেয়? সেত উনি যেখানে যে দেবেন সেই খানেই নান্দী মুখ করিতে হইবে। বৌভাতের খরচ কিছু খেঁশারত হইতে পারে না। তাহা ইচ্ছা নুসারী একজন খাওয়াইলেও হয়; ১ লক্ষ খাওয়াইলেও হয়, তবে বাদী উহার পুত্রের বিবাহ জন্য কোনো খেঁসারত আমার মক্কেলের নিকট দাওয়া করিতে পারেন না, সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় নহে বলিয়া আমার মক্কেল তাহাতে আবদ্ধ নাহন যে পণ্ডিত বলেন, বাগ্‌দত্ত কন্যা বা পুত্র মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা ব্যবহার নিষিদ্ধ সেটী কেবল শাস্ত্রে আছে মাত্র, ব্যবহারে চলিত নাই। শাস্ত্রে আছে পুত্র না থাকিলে না। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অপরের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিয়া লইবে, সে আইন কি এখন চলে, ওএকটি তদ্রূপ? বাগ্‌দান প্রকরণেই গ্রন্থকর্ত্তা লিখিতেছেন "শ্রেয়াংশ্চেৎ বর আব্রজেৎ" বাগ্‌দান করিবার পর যদি তদপেক্ষা উত্তম পাত্র পাওয়া যায়, তবে বাগ্‌দত্ত বর পরিত্যাগ করিবে, তখন আমার মক্কেল তাহাতে আবদ্ধ কি প্রকারে? জনকত বৈদিক চক্রান্ত করিয়া আপনারাই সাক্ষী দিয়াছে সম্বন্ধ করিয়াছে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

মুখু। ধর্ম্মাবতার! সকলেই মেয়ে বেচে, "এয়ে" দিয়েও মেয়ে অম্নি পাওয়া যায় না?

জজ। আচ্ছা। তুমি এমন গুটী কত সাক্ষী দেওয়াতে পারো, যে তারা টাকা নেয় বলে, কেন একজন সাক্ষী ত বলচে যে আমি ছেলের যে দিয়েছি, টাকা লাগেনি।

বুধু। ধর্ম্মাবতার! তা কি কেউ স্বীকার করে থাকে, যে আমি মেয়ে বেচি; আমাদের শাস্ত্রে মেয়ে বেচাকে মহাপাপ বলিয়া থাকে।

জজ। তবে আমি ওকথা শুনতে চাইনে। এ আঁপীল খায় খরেচা ডিসমিস করিলাম, রেস্পণ্ডান্ট অদ্যাবধি আদায় দিনপর্য্যন্ত সুদসহ বাদীর নিকট পায় এবং গবর্ণমেন্টের খরচাও বাদী আপীলান্টের জিম্মা হয়!

(প্রস্থান।

বাদী। (জমীদারকে সম্বোধন করিয়া) মহাশয় চলুন।

প্রতি। প্রতিপালক মহাশয়! জগদীশ্বরেচ্ছায় আর আপনার কৃপায় আমি আপদমুক্ত হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হউন।

জমী। আমারও ইচ্ছেছিল, যে ইহার যা হয় একটা হোক্ এই সম্বন্ধের গুণ হৃদয়ে উদিত হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। যখন সম্বন্ধে স্ত্রী ও স্বামী মনে পড়ে তখন যে সম্বন্ধ কত জঘন্য বোধ হয় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। এখন সকলেই নিশ্চিন্ত হইল, চলসবে ঘরে যাই!

(সকলের প্রস্থান।)

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। জ্ঞানিগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয় গণ!
সম্বন্ধ সমাধি এই হৈল সমাপন।
স্বভাবে সম্বন্ধ আর এবন সমান;
সম্বন্ধ সমাধি এই মনের বিধান,

এই কৌলসম্বন্ধ প্রথা। জঘন্য আচার;
করেছে বৈদিক নামে কলঙ্ক প্রচার।
কোন্ কালে কোন্ দেশে ইহার জনম,
না জানি কাহার ঘরে হইল প্রথম।
এতকাল আধিপত্য করিয়া বিস্তার,
বলহীন হইয়াছে এবে দুরাচার।
আজি কালি বুঝি বিধি হৈল অনুকূল।
জঘন্য বৈদিক প্রথা করিল নির্ম্মূল॥
কুলীন বংশজ আর মৌলিক বিভাগ।
হইল সমান সব সম অনুরাগ॥
কুলীন বৈদিক যুবা! জীবনে তোমার।
নাহি দেখি কোন কালে সুখের সঞ্চার॥
শৈশবে মানবে করে জ্ঞান উপার্জ্জন।
যৌবনে আশ্রম ধর্ম্মে সবে দেয় মন॥
সকল জাতিতে প্রায় আছে এই রীত।
কেবল বৈদিককুলে দেখি বিপরীত॥

বাল্যকালে, যে সময়, জ্ঞানোদয় নাহি হয়,
বিবাহ কি জানে না যখন।
যখন জননী পাশ, ছাড়িবারে পায় ত্রাস,
ধূলা খেলা করিবারে মন॥
সে সময় পিতা মানী, যুবতী কামিনী আনি,
পরিণয়ে করেন বন্ধন!
বিবাহে কি সুখ তাহা, জানিতে না পারে আহা,
দুঃখে যায় প্রথম জীবন।

হারায় পুত্রের বাপ, সহে কত পরিতাপ,
পুত্রপাল দিয়ে কষ্ট পায়।
আপনি না পায় খেতে কন্যার বিবাহ দিতে,
দিবানিশি মরে ভাবনায়॥
অকুল ভাবিয়া কুল, সদাই বৈদিক কুল,
কিসে কুল রহিবে বজায়।
বাঁচাতে কুলের কুল, নিজে হয় নিরমূল,
কুল তরে দুকুল হারায়॥

বৈদিক দ্বিজ গণ! করি নিবেদন;
সম্বন্ধ মরণে সব করুন কীর্ত্তন।
বৈদিকের দুঃখ যদি দূর করা মন,
ছাড়ুন সম্বন্ধ সহ সম্বন্ধ এখন।
তাঁহার সম্বন্ধ আর জীবনে না রয়;
ছাড়ুন তাহার মায়া এবে মহাশয়।
আর যেন হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
আর যেন হেন পাপ কেহ নাহি পরে॥
আর যেন হেন পাপে মতি নাহি যায়।
আর যেন কুল মান কেহ নাহি চায়॥

সমাপ্ত।

যবনিকা পতন।